

নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 38 ■ Issue 02 ■ April 2022 ৩৮ বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ এপ্রিল ২০২২



সমুদ্র নিরাপত্তায়
আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব
শ্রেণীকৃত বাংলাদেশ

নৌবাহিনীর বাৎসরিক সমুদ্র মহড়া
এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১ এর সফল সমাপ্তি
আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়ায় অংশ নিল বানৌজা প্রত্যাশা

নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরও দক্ষ
ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন
বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ
রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক
কলাকৌশল ও তথ্যভিত্তিক একটি
মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত
প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ
পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয়
নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ
নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরও
বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার
সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

সমুদ্র তরঙ্গ



০৮

নৌবাহিনীর বাৎসরিক সমুদ্র মহড়া: এক্সারসাইজ
সেফগার্ড-২০২১ এর সফল সমাপ্তি

নিয়মিত অনুশীলন ও মহড়া নৌসেনাদের আরও
ক্ষুরধার করে তুলে পেশাগত উৎকর্ষের শীর্ষে নিয়ে
যায়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ
বার্ষিক মহড়া এক্সারসাইজ সেফগার্ড। এই মহড়ার মূল
উদ্দেশ্য অন্যান্য সিস্টার সার্ভিসেস, কোস্ট গার্ড এবং
মেরিটাইম সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে বাস্তব অবস্থার সাথে
মিল রেখে কল্পিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সমুদ্র
এলাকার সার্বভৌমত্ব ও সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ
নৌবাহিনীর সক্ষমতা মূল্যায়ন করা। প্রতি বছরের
মতো এবারও ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ১২ জানুয়ারি
২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় 'এক্সারসাইজ
সেফগার্ড-২০২১'।

সমুদ্রে দুর্জয়



২৬

শুভেচ্ছা সফরে জাপানের মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স
ফোর্সের যুদ্ধজাহাজ

৮ জানুয়ারি ২০২২ জাপানের মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স
ফোর্স এর দুটি যুদ্ধজাহাজ উরাগা ও হিরাদো শুভেচ্ছা
সফরে চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করে। এ সময়
নৌবাহিনীর সুসজ্জিত বাদক দল ঐতিহ্যবাহী রীতি
অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরে
জাহাজ দুটিকে স্বাগত জানায়। জাহাজ দুটির শুভেচ্ছা
সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও জাপানের পারস্পরিক
বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা রাখবে।



প্রধান রচনা সমুদ্র নিরাপত্তায় আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় ■ ০৪

শীর্ষ সংবাদ ■ ০৫

নৌবাহিনীর প্রধান সংবাদ

উন্নয়ন পরিক্রমা ■ ১৮

নৌবাহিনীর চলমান অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন সংবাদ

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ২২

আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী ও নৌবিষয়ক সংবাদ

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ২৫

দেশের জলসীমার নিরাপত্তায় মহড়া ও প্রশিক্ষণ সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩০

নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৬

ক্রীড়া, সংস্কৃতি, স্কাউট ও শিক্ষা

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪০

নৌপরিবার কল্যাণ সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

৪৬

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের রণতরীগুলো পরস্পরের দৃষ্টিসীমায় না এসেই যুদ্ধ করার যে নতুন কৌশল গ্রহণ করেছিল, তা ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধে এসে নতুন মাত্রা পায়। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে দুই দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে সংঘটিত দ্বিতীয় বৃহত্তম লড়াই এটি। এছাড়া কোরাল সাগর ও মিডওয়ে যুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্যাসিফিক থিয়েটারের তৃতীয় যুদ্ধ এটি, যেখানে দুই দেশের বিমানবাহী রণতরীগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধ ব্যাটল অব স্টুয়ার্ট আইল্যান্ডস হিসেবেও পরিচিত।



ভারত মহাসাগর অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলভাগগুলোর অন্যতম। এ কারণে বিশাল এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমুদ্র নিরাপত্তা সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠা খুবই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্র বাণিজ্য ও সমুদ্র অর্থনীতির সুরক্ষায় এর কোনো বিকল্প নেই। সংশ্লিষ্ট সব দেশ যেন সমুদ্রভিত্তিক ন্যায্য সুবিধাগুলো পায়, তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক অংশীদারিত্বের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশও বিভিন্ন উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়ে বিষয়টির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

১২

শীর্ষ সংবাদ



০৭

নৌপ্রধানের মালদ্বীপ ও শ্রীলংকা সফর

১৪ জানুয়ারি ২০২২ মালদ্বীপের ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স ও শ্রীলংকার নৌপ্রধানের আমন্ত্রণে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি মালদ্বীপ ও শ্রীলংকা সফর করেন। মালদ্বীপ সফরকালে নৌপ্রধান দেশটির ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স এর প্রধান মেজর জেনারেল আবদুল্লাহ শামাল ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মারিয়া দিদি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া নৌপ্রধান মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশন কার্যালয় পরিদর্শন করেন। মালদ্বীপ সফর শেষে নৌবাহিনী প্রধান শ্রীলংকা সফর করেন।

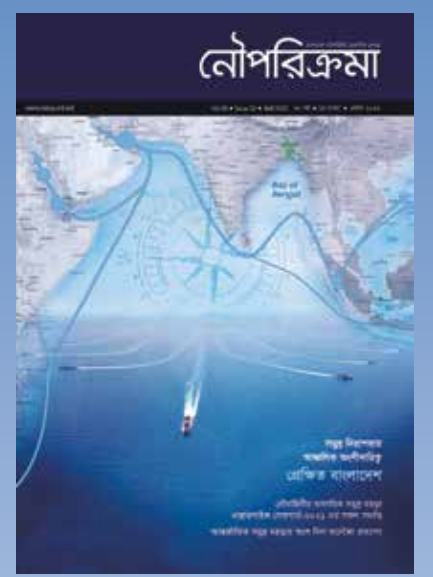
উন্নয়ন পরিক্রমা



১৮

চট্টগ্রামে ইনডোর মেরিটাইম মিউজিয়াম উদ্বোধন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ৫ মার্চ ২০২২ টাইগার পাস এলাকায় ইনডোর মেরিটাইম মিউজিয়াম উদ্বোধন করেন। মিউজিয়ামটিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঐতিহ্য ও ধারাবাহিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। নৌবাহিনী প্রধান মিউজিয়ামে রক্ষিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজের মডেল, বোট, এয়ারক্রাফট, সাবমেরিন, লাইফ সেভিং ইকুইপমেন্ট, ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। মিউজিয়ামটি দর্শনার্থীদের বাংলাদেশ নৌবাহিনী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।



উপদেষ্টা

রিয়াজ এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক, ওএসপি, এনইউপি,
এনডিসি, পিএসসি

প্রধান সম্পাদক

কমান্ডার এম সাইদুর রহমান, (ট্যাজ), বিএসপি, বিসিজিএম,
পিএসসি, বিএন

উপ-প্রধান সম্পাদক

কমান্ডার হায়দার জাহান খান ইমন, (এইচ১), পিএসসি, বিএন

সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার বরুণ কুমার সরকার, (শিক্ষা), বিএন

সহকারী সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার এস এম বাদিউজ্জামান, (শিক্ষা), বিএন

সম্পাদনা সহকারী

রাসেল রানা, পিও (রাইটার)
শহিদুল ইসলাম, পিও (রাইটার)
মোঃ শাহিনুর রহমান, এলএমই

আঞ্চলিক প্রতিনিধি

ঢাকা নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার গফুর মিয়া, (শিক্ষা), বিএন
চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার রিংকু বড়ুয়া, (শিক্ষা), বিএন
খুলনা নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার মোঃ আনোয়ার হোসেন, (শিক্ষা), বিএন
কমান্ডার বিএন ফ্লিটঃ কমান্ডার এম শফিকুল ইসলাম, (জি), বিএন
কমান্ডার ফ্লোটিল্যা ওয়েস্টঃ লেঃ কমান্ডার এস এম
আর-রাহবারুল ইসলাম, (শিক্ষা), বিএন
বিএন ডকইয়ার্ডঃ লেঃ উম্মে ফারহানা এলিন, (শিক্ষা), বিএন
কমসোয়াডসঃ লেঃ কমান্ডার এম রিয়াজুল ইসলাম, (এস), বিএন
কমান্ডার লেঃ কমান্ডার এহতেশাম মুহতাদী, (এক্স), বিএন
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিঃ সাব লেঃ ফাহিমদা আকতার মিমু,
(শিক্ষা), বিএন

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমঃ এ্যাঃ সাব লেঃ কাউজার জাহান
বিউটি, (শিক্ষা), বিএন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

নৌপরিক্রমা, নৌ গোয়েন্দা পরিদপ্তর, নৌসদর, বনানী,
ঢাকা-১২১৩
ইমেইল: dninauporikroma@gmail.com
ওয়েব: www.navy.mil.bd

কনটেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: +৮৮০২৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সমুদ্র নিরাপত্তার আঞ্চলিক উদ্যোগে সদাতৎপর বাংলাদেশ নৌবাহিনী

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমুদ্র এলাকায় উন্নয়নবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা এবং নিরাপত্তা বিধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ নৌবাহিনী সার্বক্ষণিকভাবে এই দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সাথে পালন করে চলেছে। যেহেতু সাগর-মহাসাগর বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত, সেহেতু এগুলোর উপকূলীয় সীমারেখাও একাধিক দেশ ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সাগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম টেকসই উপায়ে সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের সাগরকেন্দ্রিক অর্থনীতি এবং নিরাপত্তাবলয় গড়ে উঠেছে। যেহেতু বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের একটি অংশ, তাই বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজাতে গেলে বিপুলায়ন এই মহাসাগর-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিতে হবে। ভূরাজনৈতিকভাবে তো বটেই, অর্থনৈতিকভাবেও বিশ্বের প্রভাবশালী একটি অঞ্চল এটি।

এই সমুদ্র অঞ্চল অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলভাগগুলোর অন্যতম। পারস্য উপসাগর থেকে তেল-গ্যাস পরিবহনের জন্য এর অভ্যন্তরীণ নৌপথ যেমন ব্যবহার হয়, তেমনই মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যকার মেরিটাইম বাণিজ্যে ভোক্তা ও উৎপাদকদের মধ্যে সংযোগ তৈরিতেও তা চূড়ান্ত ভূমিকা রাখে। ফলে আঞ্চলিক সম্পর্কের পাশাপাশি বৈশ্বিক বাণিজ্যেরও কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই মহাসাগর।

একশ শতকে এশীয় অর্থনীতির অগ্রযাত্রা এই সমুদ্র অঞ্চলের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ কারণে বিশাল এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমুদ্র নিরাপত্তা সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠা খুবই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্র বাণিজ্য ও সমুদ্র অর্থনীতির সুরক্ষায় এর কোনো বিকল্প নেই। আর এই পারস্পরিক সম্পৃক্ততা গড়ে তোলার জন্য বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সব দেশের সৌহার্দপূর্ণ কূটনৈতিক অবস্থান সংহত রাখাও জরুরি। এই অঞ্চলে সমুদ্র নিরাপত্তায় সহায়ক যেকোনো উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে উপ-আঞ্চলিক অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিতে হবে। তা না হলে সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব কার্যকর হবে না। কার্যকর সমুদ্র অংশীদারিত্বের জন্য যেসব চর্চার বিস্তৃত প্রয়োগ দরকার, তথ্য বিনিময় তার অন্যতম।

আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতা, বিশ্বব্যাপী শান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী চলতি বছরের ডিসেম্বরে ৫৩টি দেশের নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের অংশগ্রহণে কক্সবাজারে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ আয়োজন করতে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিবশতবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে এই আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ বরাবরই পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। এ কারণে সমুদ্র নিরাপত্তার যেকোনো আঞ্চলিক উদ্যোগেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে বাংলাদেশ। দ্বিপক্ষীয় ও বহুজাতিক নৌ-অনুশীলন, প্রশিক্ষণ, সিম্পোজিয়াম, আলোচনায় এ দেশের অংশগ্রহণ তারই সাক্ষ্য দেয়। ভারত মহাসাগরে আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব ও তার বিভিন্ন প্রেক্ষিতে নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে এবারের প্রধান রচনায়।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এক গুরুত্বপূর্ণ বাৎসরিক মহড়া এক্সারসাইজ সেফগার্ড। এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য অন্যান্য সিস্টার সার্ভিসেস, কোস্ট গার্ড এবং মেরিটাইম সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে বাস্তব অবস্থার সাথে মিল রেখে কল্পিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব ও সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা মূল্যায়ন করা। প্রতি বছরের মতো এবারও ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ১২ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ‘এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১’। দীর্ঘ ১৫ দিনব্যাপী আয়োজিত এ মহড়ায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন অনুশীলন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমুদ্রসীমায় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নৌবাহিনীর সক্ষমতা ও শৌর্য প্রদর্শন করে। ‘এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১’-এর বিস্তারিত রয়েছে সমুদ্র তরঙ্গ বিভাগে।



মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ সারা দেশের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫১তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। দিবসের শুরুতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে স্বাধীনতায়ুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ, ঘাঁটি ও স্থাপনায় জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে। দিবসটি কেন্দ্র করে নৌঅঞ্চলসমূহের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য নৌবাহিনীর জাহাজ উন্মুক্ত রাখা হয়। এছাড়া দুপুরে সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে প্রীতিভোজ এবং হাসপাতালে রোগীদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এর পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহউদ্দিন ইসলাম এবং মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ভাষাশহীদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সামরিক সচিব মেজর জেনারেল নকিব আহমদ চৌধুরী। এ সময় সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধানসহ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এ উপলক্ষে নৌঅঞ্চলসমূহের বিভিন্ন জাহাজ/ঘাঁটি যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি

পালন করে। এদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রেখে সর্বস্তরের সামরিক কর্মকর্তা ও নাবিকগণ কালো ব্যাজ ধারণ করেন। নৌঅঞ্চলসমূহের মসজিদগুলোতে বাদ ফজর ভাষাশহীদদের স্মরণে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডারগণ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, নাবিক এবং কর্মচারীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন

সারা দেশের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উদ্‌যাপন করেছে। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ/ঘাঁটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীভিত্তিক ডকুমেন্টারি এবং ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদর্শন করা হয়। এ সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সর্বস্তরের

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ





কাতারে আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া ও প্রদর্শনী '৭ম দোহা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম এক্সিবিশন অ্যান্ড কনফারেন্স' এ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

কাতার ও জার্মানি সফর করলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান

কাতারে আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া ও প্রদর্শনী '৭ম দোহা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম এক্সিবিশন অ্যান্ড কনফারেন্স' (ডিআইএমডিইএক্স-২০২২) এ অংশ নিতে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি কাতার সফর করেন। মহড়াটি ২১

থেকে ২৩ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া তিনি দেশটির নৌপ্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। কাতার সফর শেষে নৌবাহিনী প্রধান জার্মান নৌবাহিনী প্রধানের আমন্ত্রণে জার্মানি সফর করেন। সফরকালে তিনি জার্মানি নৌপ্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় দুই দেশের নৌপ্রধানগণ পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি নৌপ্রধান বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য নির্মাণাধীন মেরিটাইম পেট্রোল এয়ার ক্রাফট (এমপিএ) এর কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর ১০২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ এবং ঘাঁটিসমূহে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর ওপর আলোচনা ও বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এতে নৌবাহিনীর সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা এবং

নাবিকগণ অংশগ্রহণ করেন। এই বিশেষ আলোচনা ও প্রামাণ্যচিত্র সকল নৌসদস্যকে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। দিবসটি উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধানসহ নৌবাহিনীর প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি বিএন লেডিস ক্লাবের তত্ত্বাবধানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। সকল নৌঅঞ্চলের মসজিদগুলোতে বাদ জোহর জাতির পিতার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া দিবসটিকে কেন্দ্র করে সকল জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

গণহত্যা দিবস পালন

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস-২০২২ উপলক্ষে বাদ জোহর মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের রুহের মাগফিরাত এবং বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য জার্মানিতে নির্মাণাধীন মেরিটাইম পেট্রোল এয়ার ক্রাফট (এমপিএ) এর কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





শ্রীলংকা সফরকালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধানকে গার্ড অব অনার প্রদান করে দেশটির নৌবাহিনী

নৌঅঞ্চলের সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে নৌবাহিনীর সকল কর্মকর্তা ও নাবিকগণ অংশগ্রহণ করেন। একই দিন প্রাতঃকালীন সমাবেশে স্ব-স্ব জাহাজের অধিনায়কগণ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং নৌবাহিনী প্রধানের বাণীসমূহ পড়ে শোনান এবং গণহত্যা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে নৌবাহিনীতে এক মিনিটের জন্য প্রতীকী ব্ল্যাক আউট পালন করা হয়।

নৌপ্রধানের মালদ্বীপ ও শ্রীলংকা সফর

১৪ জানুয়ারি ২০২২ মালদ্বীপের ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স ও শ্রীলংকার নৌপ্রধানের আমন্ত্রণে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি মালদ্বীপ ও শ্রীলংকা সফর করেন। মালদ্বীপ সফরকালে নৌপ্রধান দেশটির ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স এর প্রধান মেজর জেনারেল আবদুল্লাহ শামাল ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মারিয়া দিদি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া নৌপ্রধান মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশন কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

মালদ্বীপ সফর শেষে নৌবাহিনী প্রধান শ্রীলংকা সফর করেন। শ্রীলংকায় অবস্থানকালে নৌপ্রধান দেশটির প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ্রা রাজাপাকসে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জেনারেল (অব.) জি ডি এইচ কমল গুনারাত্তে,

নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল নিশান্থা উলুগেতেম্মে, সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া নৌপ্রধান দেশটির ইস্টার্ন নেভাল এরিয়ার কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল সানজিওয়া দিয়াস এর

সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি নৌপ্রধান দেশটির নেভাল অ্যাড মেরিটাইম একাডেমি ও দর্শনীয় স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, সফর শেষে নৌপ্রধান ২৩ জানুয়ারি ২০২২ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মালদ্বীপ সফরকালে দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী মারিয়া দিদি'র সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





‘এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১’ এর বিভিন্ন মহড়া পর্যবেক্ষণ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি

নৌবাহিনীর বাৎসরিক সমুদ্র মহড়া এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১ এর সফল সমাপ্তি

দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশের সমুদ্রসীমায় সদাজাগ্রত বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রস্তুতি; কঠোর অনুশীলন ও সমুদ্র মহড়া। তাই বছরজুড়েই বিভিন্ন অনুশীলন ও মহড়ায় ব্যস্ত থাকে নৌবাহিনীর সদস্যরা। এসব অনুশীলন ও মহড়া নৌসদস্যদের আরও দক্ষ করে তোলে, পেশাগত

উৎকর্ষের শীর্ষে নিয়ে যায়। যেকোনো দুর্যোগ ও হুমকি মোকাবিলায় তারা হয়ে ওঠে আরও পারদর্শী। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ বাৎসরিক মহড়া এক্সারসাইজ সেফগার্ড। এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য অন্যান্য সিস্টার সার্ভিসেস, কোস্ট গার্ড এবং মেরিটাইম সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে বাস্তব অবস্থার

সাথে মিল রেখে কল্পিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব ও সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা মূল্যায়ন করা। প্রতিবছরের মতো এবারও গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ১২ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ‘এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১’। দীর্ঘ ১৫ দিনব্যাপী



আয়োজিত এ মহড়ায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন অনুশীলন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

কল্পিত মহড়ায় অংশগ্রহণকারী সকল জাহাজসমূহকে ব্লু ল্যান্ড ও রেড ল্যান্ড নামে দুটি দেশে ভাগ করা হয় যেখানে দুটি ভিন্ন ধরনের জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে এবং এদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা বিরাজমান। মহড়াটিকে সাজানো হয়েছে ব্লু ল্যান্ড ও রেড ল্যান্ড নেভি এর মধ্যে একটি সংঘাত, নিজস্ব বাণিজ্যিক জাহাজের সুরক্ষা ও সমুদ্রসীমানায় স্বীয় সক্ষমতা প্রদর্শন-বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ে। বিরোধপূর্ণ এলাকায় ব্লু ল্যান্ড তেল গ্যাস সমৃদ্ধ অঞ্চলে গ্যাস রিগ স্থাপন করে এবং অপর দিকে রেড ল্যান্ড অঞ্চলটি হতে ব্লু ল্যান্ড কর্তৃক বিরোধপূর্ণ এলাকা হতে ব্লু ল্যান্ড এর জাহাজ বিতাড়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে দুই দেশের নৌবাহিনী জাহাজের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে দেশ দুটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

‘এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১’ কে মূলত ৪টি পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্বে পোতাশ্রয়ে ‘শেপিং আপ ফেজ’ এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন মহড়া পরিচালনা করা হয়। দ্বিতীয় পর্বকে ‘ডেটারেস ফেজ’ বলা হয়, যেখানে ‘এক্সারসাইজ সিনারিও’ অনুসারে গ্রাজুয়েটেড রেসপন্স প্রদর্শনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জাহাজসমূহ সমুদ্র মহড়ায় (এসইপি/টিজি ওয়ার্কআপ) অংশগ্রহণ করে। তৃতীয় পর্বটি ছিল ‘ডোমিনেশন ফেজ’ যেখানে চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের সর্বোচ্চ সংখ্যক জাহাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুটি প্রতিপক্ষের মধ্যে ‘এক্সারসাইজ সিনারিও’ এর আলোকে ‘ওয়ারগেম অ্যাট সি’ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া এক্সারসাইজের ১ম হতে ৩য় পর্বগুলোতে বিশেষ করে পোতাশ্রয়ে জাহাজসমূহের প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, রসদ সরবরাহ ও সমুদ্রে দীর্ঘদিনব্যাপী মহড়ায় অবস্থানকালীন নিজেদের যুদ্ধ প্রস্তুতি যাচাই এবং প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ শুরু করা হতে বিরত রাখতে ডেটারেস ও ডিমনেশন মহড়া করা হয়। চতুর্থ পর্ব হলো ‘কালমিনেশন ফেজ’ যা মিসাইলসহ নৌবাহিনীতে ব্যবহৃত সকল সমরাস্ত্র ফায়ারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। মহড়ার উল্লেখযোগ্য ছিল মিসাইল ফায়ারিং যা বানৌজা দুর্জয় হতে সারফেস টু সারফেস মিসাইল (সি-৭০৪) উৎক্ষেপণ করা হয়। মিসাইলটি ৩৮ কিলোমিটার দূরত্বে লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম।

এ সময় মহড়ার অংশ হিসেবে অ্যান্টি এয়ার র‍্যাপিড ওপেন ফায়ারিং অনুষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে জাহাজ



‘এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১’ এর সমাপনী দিনে প্রধান অতিথিকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

হতে কামানের মাধ্যমে আক্রমণকারী শত্রুবিমানকে ধ্বংস করা সম্ভব। এছাড়া শত্রুবিমান যখন প্রতিরক্ষা ব্যুহ ভেদ করে চলে আসতে সক্ষম হয় তখন জাহাজের কামানসমূহ ব্যবহার করে শত্রুবিমানগুলোকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে এ মহড়া করা হয়। বানৌজা ওমর ফারুক এবং নির্মূল হতে সাবমেরিন বিধ্বংসী রকেট ডেপথ চার্জ (আরডিসি) নিক্ষেপ করা হয়। আরডিসি বা রকেট ডেপথ চার্জ একটি সাবমেরিন বিধ্বংসী সমরাস্ত্র। আরডিসি বিস্ফোরণের ফলে পানির নিচে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়,

যা পানির নিচে অবস্থানরত শত্রুসাবমেরিনকে ধ্বংস করতে অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়া ডিজিট বোর্ড সার্চ অ্যান্ড সিজার মহড়ার মধ্য দিয়ে সত্ৰাসী কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ নেওয়া একটি জাহাজ নৌবাহিনীর স্পেশাল ফোর্স কর্তৃক পুনরুদ্ধার করা হয় এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার কর্তৃক উইথিং অপারেশন এর মাধ্যমে জাহাজ হতে আহত নৌসদস্যকে উদ্ধার মহড়া পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য, এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৩২তম বাৎসরিক মহড়া। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এরূপ





‘এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১’ এ ফ্লিট রিভিউ পর্যবেক্ষণ করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

মহড়া ১৯৮৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ মহড়া একটি নৌবাহিনীর সার্বিক সামর্থ্য এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অপরিহার্য। এ বাৎসরিক মহড়া ছাড়াও নৌবাহিনীর জাহাজসমূহ নিয়মিতভাবে সি এক্সারসাইজ প্রোগ্রামে এবং ট্যাকটিক্যাল সি এক্সারসাইজ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে থাকে। নিয়মিত টহলের পাশাপাশি এরূপ মহড়া নৌসদস্য এবং নৌজাহাজসমূহকে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সদাপ্রস্তুত রাখতে সাহায্য করে।

১২ জানুয়ারি ২০২২ বঙ্গোপসাগরে সফল মিসাইল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজসমূহের বাৎসরিক সমুদ্র মহড়া ‘এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১’ সমাপ্ত হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বানোজা সমুদ্র অভিযান থেকে সমাপনী দিবসের মহড়াসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। এ সময়

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন। এর আগে প্রধান অতিথি জাহাজে এসে পৌছালে কমান্ডার বিএন ফ্লিট তাঁকে স্বাগত জানান এবং নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল প্রধান অতিথিকে ‘গার্ড অব অনার’ প্রদান করেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রায় ৭০টি জাহাজ, মিসাইল বোট, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট, হেলিকপ্টার, নেভাল কমান্ডো, নেভাল এভিয়েশন এবং সকল ঘাঁটির পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, কোস্ট গার্ড এবং অন্যান্য মেরিটাইম সংস্থা অংশগ্রহণ করে। নৌ মহড়ার সমাপনী দিনে অন্যান্যের মধ্যে নৌসদর দপ্তরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ডার বিএন ফ্লিটসহ স্থানীয় উচ্চপদস্থ সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মহড়া সফল সমাপ্তির পর প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল কর্মকর্তা ও নাবিকদের উদ্দেশে

তাঁর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি সফল মহড়ার জন্য সকল নৌসদস্যদের অভিনন্দন জানান এবং নৌসদস্যদের পেশাগত মান, দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রধান অতিথি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন এবং সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টার কথা ব্যক্ত করেন। দেশের সমুদ্রসীমা রক্ষার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতি ও যেকোনো দুর্যোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্রিয়



ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, করোনা প্রতিরোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সমুদ্র ও উপকূলীয় প্রত্যন্ত এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তাসহ জনসাধারণকে যে মানবিক সহায়তা প্রদান করেছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

দেশের বিশাল সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে ‘দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস্ অ্যাক্ট’ প্রণয়ন করেছিলেন। যার ধারাবাহিকতায় তার সুযোগ্য উত্তরসূরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ অর্জন করেছে বহুল প্রতীক্ষিত সমুদ্রসীমা। দেশে বহুমাত্রিক উন্নয়নের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সমুদ্রপথে আমদানি ও রপ্তানি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের জ্বালানী সম্পদ অনুসন্ধান রকের ৪৭টির মধ্যে ৩৪টিই উপকূলীয় ও সমুদ্র এলাকায়। এক্ষেত্রে ব্যস্ত সমুদ্রপথ, বহির্নৌগর, সমুদ্র ও নদীবন্দরসমূহ এবং পোতাশ্রয়ের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের বিশাল সমুদ্র এলাকায় আইএমও এর নির্দেশনায় সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ পরিচালনা করার দায়িত্বও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর। এছাড়া অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পরিধিও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গকে প্রতিহত করে বছরের ৩৬৫ দিন টহলে নিয়োজিত থাকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একাধিক জাহাজ। জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিরাপত্তা রক্ষার্থে নৌবাহিনীর দামাল ছেলেরা উত্তাল সমুদ্রে আমাদের জলসীমায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছে। ‘শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়’-মূলমন্ত্রকে বৃকে ধারণ করে নৌসেনারা বাংলা মায়ের সেবায় সকলের দৃষ্টি সীমার বাইরে বছরব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে। অর্জিত সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সফলতার সাথে এই দায়িত্বগুলি পালন করে চলেছে। বর্ধিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ



বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বাৎসরিক সমুদ্র মহড়ায় বানৌজা দুর্জয় হতে সারফেস টু সারফেস মিসাইল (সি-৭০৪) উৎক্ষেপণ করা হয়

নৌবাহিনীর ক্রমাগত উন্নয়নে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে এবং ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে সাবমেরিন, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট, হেলিকপ্টার ও অত্যাধুনিক সক্ষমতাসম্পন্ন যুদ্ধজাহাজ। এ সকল সংযোজনের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে ক্ষুদ্র পরিসরে যাত্রা শুরু করা নৌবাহিনী আজ পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। দেশের পাশাপাশি আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পদচারণা অত্যন্ত উজ্জ্বল। বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য, জাণ বিতরণ, সমুদ্রে যেকোনো ধরনের সহায়তা ও বিদেশি

জাহাজের নিরাপত্তা বিধান করা নৌবাহিনীর দায়িত্বেরই একটি অংশ। দেশের সমুদ্রসীমার সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উপস্থিতি গৌরবে সমুজ্জ্বল।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরকম একটা বড় আয়োজনের আগে ‘এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১’ বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব ও সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা যথাযথভাবে প্রদর্শন করবে বলে আশা করা যায়।



সমুদ্র নিরাপত্তায় আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সমুদ্র অর্থনীতির যুগে আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট সব দেশ যেন সমুদ্রভিত্তিক ন্যায্য সুবিধাগুলো পায়, তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতামূলক সম্পর্কের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশও বিভিন্ন উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়ে বিষয়টির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। বঙ্গোপসাগরকে নিরাপদ করে তুলতে সংশ্লিষ্ট সব অংশীদারের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমুদ্রের অগ্রযাত্রায় নিরবচ্ছিন্ন গতি ধরে রাখা বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল অর্থনীতির কাতারে অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। উৎকর্ষের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশে একাধিক মেগাপ্রকল্পের কাজ চলমান, যেগুলো আমাদের অব্যাহত উন্নয়নের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের সব ধরনের অর্থনৈতিক ও ভৌত উন্নয়নের পেছনে রয়েছে সমুদ্রের আশীর্বাদ।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমুদ্র এলাকায় উন্নয়নবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা এবং নিরাপত্তা বিধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ নৌবাহিনী সার্বক্ষণিকভাবে এই দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সাথে পালন করে চলেছে। সেই সাথে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় মানব পাচার, চোরচালান প্রতিরোধ, জেলেদের নিরাপত্তা বিধান, বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণসহ দেশের সমুদ্র অর্থনীতির বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সামগ্রিক

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে নৌবাহিনী।

তবে এককভাবে একটি দেশের পক্ষে সমুদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অনেক কঠিন কাজ। যেহেতু সাগর-মহাসাগর বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত, সেহেতু এগুলোর উপকূলীয় সীমারেখাও একাধিক দেশ ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সাগরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম টেকসই উপায়ে সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ বরাবরই পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। এ কারণে সমুদ্র নিরাপত্তার যেকোনো আঞ্চলিক উদ্যোগেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে বাংলাদেশ। দ্বিপক্ষীয় ও বহুজাতিক নৌ-অনুশীলন, প্রশিক্ষণ, সিম্পোজিয়াম, আলোচনায় এদেশের অংশগ্রহণ তারই সাক্ষ্য দেয়।

আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতা, বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং

পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার এই প্রত্যয় থেকেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী এ বছর কক্সবাজারে আয়োজন করতে যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ। ৫৩টি দেশের নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করবে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ আয়োজন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যকে আরও বেশি স্মরণীয় করে রাখবে।

বাংলাদেশের জন্য সমুদ্র নিরাপত্তা কেন গুরুত্বপূর্ণ

দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পেয়েছে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র এলাকা, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড) এবং বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার। অর্থাৎ ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০

বর্গকিলোমিটার স্থলভাগের প্রায় কাছাকাছি আয়তনের জলসীমার আইনসংগত নিয়ন্ত্রণ পেয়েছি আমরা।

বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে মৎস্য সম্পদ, সামুদ্রিক প্রাণী, আগাছা-গুল্মালা ইত্যাদি। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় রয়েছে চারটি মৎস্যক্ষেত্র। অপ্রাণিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে খনিজ ও খনিজ-জাতীয় সম্পদ যেমন তেল, গ্যাস, চুনাপাথর ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে ১৭ ধরনের মূল্যবান খনিজ বালি যেমন জিরকন, রুটাইল, সিলিমানাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, গ্যান্টেট, কায়ানাইট, মোনাজাইট ইত্যাদি। এর মধ্যে মোনাজাইট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। সমুদ্রসৈকতের বালিতে মোট খনিজের মজুদ ৪৪ লাখ টন। প্রকৃত সমৃদ্ধ খনিজের পরিমাণ প্রায় ১৭ লাখ ৫০ হাজার টন, যা বঙ্গোপসাগরের ১৩টি স্থানে পাওয়া গেছে।

আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে জ্বালানি তেল ও গ্যাস। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য জ্বালানি নিরাপত্তার কোনো বিকল্প নেই। এতদিন স্থলভাগের গ্যাস উত্তোলনের ফলে বাংলাদেশের এই জ্বালানি সম্পদটির মজুদ কমে গেছে। সেক্ষেত্রে নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে বঙ্গোপসাগরের অফশোর গ্যাসক্ষেত্রগুলো। আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের রায়ের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মিয়ানমারের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ ১৭টি ব্লকের মধ্যে ১২টির আইনগত অধিকার পেয়েছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে ভারতের কাছ থেকে দাবিকৃত ১০টি ব্লকের সবগুলোই পাওয়া গেছে। সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ফলে এই ব্লকগুলোয় গ্যাস অনুসন্ধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাণিজ-অপ্রাণিজ সম্পদ আহরণের বাইরে সমুদ্র থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার মতো আরও কিছু ক্ষেত্র রয়েছে বাংলাদেশের। সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে বাংলায়। এই ঐতিহ্য কাজে লাগিয়ে বৈশ্বিক জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের সামনে। আর জাহাজ ভাঙা শিল্পে তো এরই মধ্যে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। গত টানা তিন বছর জাহাজ ভাঙার প্রথম অবস্থান ধরে রাখার কীর্তি গড়া বাংলাদেশের মূল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এই শিল্প।

বিশ্বের দীর্ঘতম অঞ্চল সমুদ্রসৈকত রয়েছে বাংলাদেশের। রয়েছে বিশাল উপকূলীয় সীমারেখা। প্রাকৃতিক প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন, সাগরকন্যা কুয়াকাটা, বিশ্বের বৃহত্তম শ্বাসমূলীয় বনাঞ্চল সুন্দরবন, অতল গিরিখাত সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড-এগুলো সবকিছুই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে অনন্য। বাংলাদেশের রয়েছে সমুদ্র ও উপকূলীয় পর্যটনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।

এই যে সমুদ্রভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের এত সম্ভাবনা, তা থেকে দীর্ঘমেয়াদি সুফল পেতে হলে সমুদ্র নিরাপত্তা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের জন্য।

সামুদ্রিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি: সচেষ্ট বাংলাদেশ

‘সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়’ নীতিতে বিশ্বাসী বাংলাদেশ সহযোগিতামূলক সম্পর্কের প্রতি বরাবরই সমর্থন জানিয়ে আসছে।



বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আয়োজনে আইওএনএস এর ৩২টি সদস্য রাষ্ট্রের অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া ‘ইমসারেঞ্জ-২০১৭’ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়

বাংলাদেশ মনে করে, সমুদ্র নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই।

আন্তর্জাতিক আদালতে রায়ের মাধ্যমে ২০১২ সালে মিয়ানমার ও ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা চিহ্নিত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের সামনে সমুদ্র অর্থনীতির অপার সম্ভাবনা সন্ধ্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে প্রতিবেশী দেশগুলোর ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে এই সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

এ কারণে সব ধরনের আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সর্বদাই সমুদ্র সহযোগিতার বিষয়ে ইতিবাচক মতামত পোষণ করে আসছে। ২০১৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত আইওআরএ লিডার্স সামিটে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০০৫ সালে সুনামির সময় শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগকালীন ত্রাণ কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ২০১৩ সালে ফিলিপাইনের টাইফুন আক্রান্ত মানুষও পেয়েছিল একই ধরনের সহযোগিতা। ২০১৪ সালে পানি সংকটের সময়ও বাংলাদেশকে পাশে পেয়েছিল মালদ্বীপ। ২০১৮ সালে ভারতের সঙ্গে সমন্বিত পেট্রোলিং শুরু করে বাংলাদেশ। এছাড়া মিলান, ইমডেক্স, লিমা, ফেরোশাস ফ্যালকন, এক্সারসাইজ কমোডো ইত্যাদি ইভেন্টে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক আঞ্চলিক সমুদ্র অংশীদারিত্বের প্রতি সমর্থনের প্রমাণ দিয়েছে।

বাংলাদেশ আইওএনএসের সক্রিয় সদস্য। এর সব ইভেন্টেই অংশ নিয়ে থাকে বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে আইওএনএসের প্রথম বহুজাতিক নৌ-অনুশীলন মাল্টিলাটারাল মেরিটাইম সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এক্সারসাইজের (ইমসারেঞ্জ) সফল আয়োজন সম্পন্ন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এই আয়োজন ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সকল নৌবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক জোরদার করেছে এবং ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের সমুদ্র নিরাপত্তাঝুঁকি আরও ভালোভাবে মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়ক হয়েছে।

বাংলাদেশ এআরএফ, ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক নেভাল সিম্পোজিয়াম (ডেলিউপিএনএস), রিক্যাপ, বিমসটেক ইত্যাদি উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত। এসব উদ্যোগের সবগুলোরই উদ্দেশ্য হলো সামুদ্রিক সংযোগ ও বাণিজ্যের উন্নয়ন, আন্তঃসীমান্তীয় অপরাধ মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ, জ্বালানি নিরাপত্তা ইত্যাদি। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সন্মেলন ব্লু-ইকোনমি ডায়ালগের দ্বিতীয় আসরের আয়োজন করে, যেখানে পারস্পরিক আস্থা ও সবার জন্য অভিন্ন স্বার্থ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভারত মহাসাগরীয় অংশীদারিত্ব: বাংলাদেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ

বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের একটি অংশ। তাই বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজাতে গেলে বিপুলায়তন এই মহাসাগর-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিতে হবে। ভূরাজনৈতিকভাবে তো বটেই, অর্থনৈতিকভাবেও বিশ্বের প্রভাবশালী একটি অঞ্চল এটি।



আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া 'ইমসারেঞ্জ- ২০১৭' উপলক্ষে বঙ্গোপসাগরে দুর্ধটনায় বিধ্বস্ত বিমান উদ্ধার অভিযানের মহড়া

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদে সম্পদশালী। এখানে মৎস্যসম্পদও রয়েছে পর্যাপ্ত। বিশ্বের মোট জ্বালানি তেলের রিজার্ভের দুই-তৃতীয়াংশ, প্রাকৃতিক গ্যাসের এক-তৃতীয়াংশ, ৯০ শতাংশ হীরা, ৪০ শতাংশ স্বর্ণ, ৬০ শতাংশ ইউরেনিয়ামের মজুদ রয়েছে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য হ্যাভলিং হয় এই অঞ্চলের বন্দরগুলোয়। এছাড়া বিশেষ মোট যে পরিমাণ কনটেইনার পরিবহন হয়, তার প্রায় অর্ধেকই পরিবহন হয় এই মহাসাগর দিয়ে।

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও রয়েছে জলদস্যুতা, মানব পাচার, অবৈধ মাদক চোরাচালান, পরিবেশগত বিপর্যয়, অস্ত্র চোরাচালান, অবৈধ মৎস্য আহরণের মতো ঝুঁকি। আর এই ঝুঁকি প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যকীয়। বাংলাদেশ এই বিষয়টি ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছে। এ কারণে বাংলাদেশ বিভিন্ন মেরিটাইম কো-অপারেশনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছে।

পুরো ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে অভিন্ন অংশীদারিত্বের অধীনে আনা বেশ চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয়। বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষের বাস ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। এখানে রয়েছে কয়েকটি উপ-অঞ্চল, যেখানে ভূ-অবস্থানগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রকট। এছাড়া এই অঞ্চলে আগে থেকেই কিছু উপ-আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি কার্যকর রয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার কারণেও ভারত মহাসাগরে একক আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় এক ধরনের অনিয়মিত বিরাজ করছে।

অবশ্য বহুবিধ বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একটি সূত্রে চাইলে ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলোকে গাঁখে ফেলা যায়। আর সেটি হলো উপনিবেশায়ন। এই অঞ্চলের

একটা বড় অংশ ইউরোপীয় উপনিবেশ হিসেবে দীর্ঘ সময় পার করেছে। এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অঞ্চলটির মধ্যে রেখে গেছে অনেক অভিন্ন প্রবণতা।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অপ্রথাগত নিরাপত্তাঝুঁকির মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়ার ফলে খাদ্য, পানি, স্বাস্থ্য ও আবাসন নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে গেছে।

আরেকটি বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত মহাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বঙ্গোপসাগরের ২৩ হাজার বর্গকিলোমিটারের বেশি এলাকাকে ডেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, এই এলাকায় অক্সিজেনের স্বল্পতা রয়েছে এবং সেখানে সামুদ্রিক জীব বসবাস করতে পারে না। বঙ্গোপসাগরে লোনোপানির বনাঞ্চল ও প্রবাল বসতি মারাত্মক অস্তিত্ব হুমকিতে রয়েছে। এর বড় কারণ হলো সামুদ্রিক দূষণ ও পানির অল্পত্ব বেড়ে যাওয়া। সুতরাং বঙ্গোপসাগরের বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের ভারত মহাসাগরীয় অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

অংশীদারিত্ব কেন গুরুত্বপূর্ণ?

একশত শতকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে সমুদ্র। বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম এটি। খনিজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রেও নতুন ও সম্ভাবনাময় উৎসে পরিণত হয়েছে অফশোর সাইটগুলো। আর পরিবেশগত সুরক্ষায় যে

নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎশক্তির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, তারও বড় একটি অংশ আসতে পারে গভীর সমুদ্র বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো থেকে। বিশ্বের উপকূলীয় দেশগুলোয়, বিশেষ করে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অফশোর উইন্ডের দিকে ঝুঁকেছে আমাদের বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ ভারতও।

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও মৎস্য চাষ সেই আদিকাল থেকে মানুষের জীবিকা ও খাদ্যের বড় উৎস। বর্তমানে এই নির্ভরতা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেড়েছে। সমুদ্র অর্থনীতির এই যুগে মৎস্য আহরণ গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থনৈতিক কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বৈশ্বিক জনসংখ্যার অন্তত ১০ শতাংশ মানুষ সিফুডের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে মৎস্যসম্পদ কর্মসংস্থান ও খাদ্যনিরাপত্তায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে। অপর একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০২২ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত পাঁচ বছরে মৎস্যসম্পদের বৈশ্বিক বাজার সম্প্রসারিত হবে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৮ শতাংশ হারে।

এই যে সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমের এত সম্ভাবনা, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন সমুদ্র নিরাপত্তা। সেই আদিকাল থেকেই সাগরজীবীদের বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কালের আবর্তে সেই ঝুঁকির কিছুটা দূর হলেও সাগর-মহাসাগর এখনো পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে ওঠেনি। এ কারণেই নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ডসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় সাগরকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব পালনে। আগেই বলা হয়েছে, সমুদ্র নিরাপত্তার বিষয়টি এককভাবে কোনো দেশের পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। এই সমন্বয়ের জন্যই প্রয়োজন আঞ্চলিক অংশীদারিত্ব।

সমুদ্র অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় চ্যালেঞ্জসমূহ

যেকোনো অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই কিছু চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা সামনে চলে আসে। সমুদ্র অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে—

জাতীয় সমুদ্র সচেতনতা ও নীতির অভাব: বেশির ভাগ দেশই ভূমিকেন্দ্রিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে বেশি নজর দেয়। তাদের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রাও সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। যেকোনো অঞ্চলে এক দেশ থেকে অন্য দেশের নীতিগত অগ্রাধিকার ভিন্ন হয়। ফলে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়েও ভিন্নতা থাকে। এসব কারণে অভিন্ন সমুদ্র স্বার্থের দিকে দেশগুলোর নজর একটু কমই থাকে।

সমুদ্র সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা: সর্বসম্মত, সহযোগিতাপূর্ণ ও সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়া একটি আঞ্চলিক সমুদ্র সুশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দেশগুলোর ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও সমন্বিত সমুদ্র সুশাসন ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

সক্ষমতার অসামঞ্জস্য ও আন্তঃপরিচালন সক্ষমতার ঘাটতি: সাধারণত আঞ্চলিক প্রতিবেশী সব দেশের সমুদ্র নজরদারির সক্ষমতা সমান হয় না। এই অসামঞ্জস্যের কারণে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নৌবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় প্রতিষ্ঠায় সমস্যা তৈরি হয়। এ কারণে আঞ্চলিক সমুদ্র সহযোগিতায় নিযুক্ত দেশগুলোর নৌবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর মধ্যে আন্তঃপরিচালন সক্ষমতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এর অভাবে সমুদ্র নিরাপত্তায় সম্মিলিত অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়।

তথ্য বিনিময় ফ্রেমওয়ার্কের ঘাটতি: প্রতিবেশী দেশগুলোর সমুদ্র নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের জন্য পারস্পরিক তথ্য বিনিময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কার্যকর তথ্য বিনিময় ফ্রেমওয়ার্কের অভাবে নিরাপত্তাঝুঁকির বিরুদ্ধে তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণে পারস্পরিক সহযোগিতার ঘাটতি দেখা যায়।

আঞ্চলিক সমুদ্র অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির উপায়সমূহ

সমুদ্র নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে—

রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ: পারস্পরিক অংশীদারিত্বমূলক সমুদ্র নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে আলোচনায় বসতে হবে এবং একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে একমত্যে পৌঁছতে হবে। এক্ষেত্রে দেশগুলোকে তাদের প্রতিবেশী দেশের সমুদ্রস্বার্থকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: অংশীদারিত্ব বাড়ানোর জন্য কিছু গ্রহণযোগ্য ও ব্যবহারিক নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (এপেক) যেমন সিকিউর ট্রেড ইন দ্য এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওন (স্টার) উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়ামকেও (আইওএনএস) একই ধরনের কিছু ব্যবহারিক

পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে সমুদ্র বাণিজ্যের সুরক্ষা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে গাইডলাইন ও উদ্ভাবনী আইডিয়া পাওয়া যাবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে: সমুদ্র নিরাপত্তায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়াতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সক্ষমতার অসামঞ্জস্য দূর করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা, আঞ্চলিক সংগঠন ও উন্নত দেশগুলোকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তথ্য বিনিময়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়বলি এবং মানবসম্পদ খাতে সক্ষমতা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।

আঞ্চলিক সমন্বিত উদ্যোগ: অঞ্চলভিত্তিক যেসব জোট রয়েছে, সেগুলোর এজেন্ডায় সমুদ্র নিরাপত্তার বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কো-অপারেটিভ ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি, সর্বোচ্চ আন্তঃপরিচালন সক্ষমতা অর্জন, আন্তঃসীমান্তীয় অভিন্ন নিরাপত্তাঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য তথ্য বিনিময়, সমুদ্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখার বড় সুযোগ রয়েছে এসব জোটের।

পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি: পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমুদ্র অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দেশগুলোকে একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা বাড়াতে হবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পারস্পরিক সুবিধা ও একে অন্যের প্রতি সম্মান ছাড়া অংশীদারিত্ব তৈরি হয় না। সুতরাং নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা ও সং ইতিবাচক মনোভাব নিশ্চিত করতে না পারলে দেশগুলোর মধ্যে বন্ধন স্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তথ্য বিনিময়: অভিন্ন নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য বিনিময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবে বাস্তবতা হলো, দেশগুলোকে তথ্য বিনিময়ে সম্মত করানো খুব একটা সহজ কাজ নয়। কারণ বেশির ভাগ দেশই ‘প্রয়োজনে বিনিময়’নীতি নিয়ে চলে। তাদের এই মতাদর্শ থেকে সরিয়ে ‘সর্বদা বিনিময়’নীতির দিকে নিয়ে আসা প্রকৃত অর্থেই কঠিন। যখন তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হবে, তখন যেকোনো নিরাপত্তা, প্রয়োজনে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, সে বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

বিদ্যমান আঞ্চলিক সহযোগিতা পরিস্থিতি

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে এই অঞ্চলের দেশগুলো এরই মধ্যে বহুপক্ষীয় উদ্যোগের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের মাধ্যমে এই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী নিরাপত্তাবলয় প্রতিষ্ঠায় আরও অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হবে।

বর্তমানে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে একটিমাত্র সম্মিলিত সহযোগিতামূলক উদ্যোগ কার্যকর রয়েছে। সেটি হলো—ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন (আইওআরএ)। তবে এর চাটারে সমুদ্র নিরাপত্তার বিষয়টি উল্লেখ নেই। আশার কথা হলো, গত কয়েক বছরে আইওআরএ সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টিকে উচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

কিছু উপ-আঞ্চলিক সংস্থা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এসব সংস্থার মধ্যে রয়েছে—ইস্ট আফ্রিকান কমিউনিটি (ইএসি), গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি), সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন (সার্ক), বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক), অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস (আসিয়ান), আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (এআরএফ) ইত্যাদি। তবে এসব সংস্থার সিংহভাগই ভৌগোলিক অবস্থাননির্ভর। এগুলোর মূল কার্যক্রমও স্থলকেন্দ্রিক। সমুদ্র নিরাপত্তা নিয়ে এদের কার্যক্রমের পরিধি হয় খুবই সীমিত অথবা একেবারেই নেই।

আইওএনএসের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বাংলাদেশ

২০০৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে উদ্বোধন করা হয় ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম (আইওএনএস)। আঞ্চলিক সমুদ্র নিরাপত্তা সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই সিম্পোজিয়াম এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।



উপ-অঞ্চল	সদস্য	পর্যবেক্ষক দেশসমূহ
দক্ষিণ এশিয়া	বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, সেশেলস, শ্রীলংকা	চীন, জার্মানি, ইতালি, জাপান, মাদাগাস্কার, নেদারল্যান্ডস, রাশিয়া ও স্পেন
পশ্চিম এশিয়া	ইরান, ওমান, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত	
পূর্ব আফ্রিকা	কেনিয়া, মরিশাস, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়া	
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, পূর্ব তিমুর	
ইউরোপ	ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য	

আইওএনএসের সদস্য ও পর্যবেক্ষক দেশসমূহ

আইওএনএস ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একমাত্র নিরাপত্তা ফোরাম, যেটি তাদের সদস্য দেশগুলোর নৌ-সংগঠনের মাঝে অর্থপূর্ণ সংলাপের সুযোগ করে দিচ্ছে।

বিপুল সংখ্যক বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর বাস যেখানে, সেই অঞ্চলে আইওএনএসকে সংগঠিত করা ছিল বিশাল চ্যালেঞ্জের। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে চারটি পৃথক উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করে নিয়ে ২৭টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে ফোরামটি গঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২৫। পর্যবেক্ষক হিসেবে রয়েছে আটটি দেশ। ফোরামের সদস্য দেশের প্রতিনিধিত্ব করে নিজ নিজ নৌবাহিনী। তবে নৌবাহিনীর পাশাপাশি কোস্ট গার্ডকেও অনুমোদন দেওয়া হয়। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী ও অধিভুক্ত যে সকল দেশ রয়েছে, কেবল তারাই এই ফোরামের সদস্য হতে পারে। তবে এর বাইরে যেকোনো দেশের পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় যোগদানের সুযোগ রয়েছে।

ভারত মহাসাগরকে পুরোভাবে রেখে সংলগ্ন সকল অঞ্চলের সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও তাদের

আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নই আইওএনএসের সামগ্রিক লক্ষ্য। সমুদ্রপথে চোরাচালান ও সন্ত্রাস প্রতিরোধের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল দেশের মধ্যকার পেশাগত সহযোগিতা ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে এই ফোরাম।

আইওএনএসের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে সিম্পোজিয়ামের পঞ্চম আসরের আয়োজন করে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আয়োজন করে আইওএনএসের প্রথম বহুজাতিক নৌ-অনুশীলন মাল্টিলাটারাল মেরিটাইম সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এক্সারসাইজ (ইমসারেজ)। বর্তমানে আইওএনএসের দুর্যোগ পুনর্বাসন-বিষয়ক কার্যনির্বাহী গ্রুপের (এইচএডিআর আইডব্লিউজি) কো-চেয়ারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ। এছাড়া সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও তথ্য বিনিময়-সংক্রান্ত দুটি কার্যনির্বাহী গ্রুপেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বাংলাদেশ।

বহুপক্ষীয় উদ্যোগের সাফল্যের উদাহরণ

নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় আঞ্চলিক সমন্বিত উদ্যোগ কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, তার

কিছু জলজ্যন্ত উদাহরণ রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) অঙ্গসংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরোর (আইএমবি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রে জলদস্যুতা ও ডাকাতির ঘটনা ১৯৯৪ সালের পর সর্বনিম্নে নেমেছে। এই উত্তরণে বড় ভূমিকা রয়েছে গিনি উপসাগরে দুষ্কৃতিকারীদের উৎপাত কমে যাওয়ার।

জলদস্যুতা প্রতিরোধ সক্ষমতা বাড়াতে গিনি উপসাগরে নাইজেরিয়ার বিভিন্ন কর্মসূচি তো রয়েছেই। পাশাপাশি সেখানে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ফোর্সের যুদ্ধজাহাজও মোতায়েন রয়েছে। এই অঞ্চলে জলদস্যুতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিলের (বিমকো) উদ্যোগে ২০২১ সালের মে মাসে গ্রহণ করা হয়েছে গালফ অব গিনি ডিফারেনশিয়াল অন সাপ্রেসন অব পাইরেসি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরকারী অংশীজনের সংখ্যা বাড়ছে। এদিকে গিনি উপসাগরে নিরাপত্তা টহল অব্যাহত রাখার জন্য নিজেদের কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ আরও দুই বছর মোতায়েন রাখার ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। কো-অর্ডিনেটেড মেরিটাইম প্রেজেন্সেস (সিএমপি) পাইলট প্রোগ্রামের অধীনে গত দুই বছর গিনি উপসাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন রেখেছিল ইইউ সদস্য দেশগুলো।

এসব সমন্বিত উদ্যোগ এই অঞ্চলে সোমালি জলদস্যুদের উৎপাত মোকাবিলায় কতটা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, তা পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট। ২০২১ সালের প্রথম তিন মাসে সারা বিশ্বে মোট যে পরিমাণ জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেছিল, তার ৪৩ শতাংশই ঘটে গিনি উপসাগরে। সেখান থেকে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে এই হার নেমে এসেছে ১৯ শতাংশে।

গিনি উপসাগর ছাড়াও মালাক্কা প্রণালিতে টহলদারি, রিজিওনাল কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট অন কন্যুটিং পাইরেসি অ্যান্ড আর্মড রবারি এগেইনস্ট শিপস ইন

এশিয়া (রিক্যাপ) ইত্যাদি উদ্যোগ জলদস্যুতা মোকাবিলায় প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

উপসংহার

আধুনিক যুগে সমুদ্র কৌশলের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই এখন পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অভিন্ন নিরাপত্তাঝুঁকিগুলো মোকাবিলায় আঞ্চলিক সমন্বিত উদ্যোগের উপযোগিতা সর্বজনবিদিত। কেন্দ্রীয় তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বহুজাতিক টাস্কফোর্স গঠন, সম্মিলিত টহল ও নজরদারি ইত্যাদির মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক সমুদ্র নিরাপত্তা জোরদার বেশ কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে এরই মধ্যে প্রমাণিত।

জলদস্যু, চোরাচালান, মেরিটাইম সন্ত্রাসবাদ সামুদ্রিক সুরক্ষাকে বিপন্ন করে তোলে। সুনীল অর্থনীতির উৎকর্ষের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে হলে সমুদ্রকে নিরাপদ করে তোলার কোনো বিকল্প নেই। রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী উন্নত দেশের তালিকায় অবস্থান তৈরির প্রচেষ্টায় রয়েছে বাংলাদেশ। সরকারের এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গোপসাগরের উপযোগিতার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে হবে।

ক্রমাগত আহরণের ফলে সারা বিশ্বেই স্থলভাগের সম্পদ আজ সীমিত। তাই সারা বিশ্বের নজর এখন সমুদ্রসম্পদের দিকে। বাংলাদেশও ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতির মাধ্যমে সমুদ্রসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু কেবল সম্পদের ব্যবহার করে গেলেই চলবে না। বরং সেই সম্পদ সুরক্ষার দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। বঙ্গোপসাগরে অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈধ আহরণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বরাবরই প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।



বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আয়োজনে আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া 'ইমসারেব্র- ২০১৭' উপলক্ষে দুর্ঘটনাকবলিত বাণিজ্যিক জাহাজে অগ্নিনির্বাপনের মহড়া

বঙ্গোপসাগরে জাহাজ চলাচল এখন অনেক বেশি নিরাপদ। গুরুত্বপূর্ণ এই সমুদ্রপথ অনেকটাই জলদস্যুতার ঝুঁকিমুক্ত, যা বিশ্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। তবে সাগরকে পুরোপুরি নিরাপদ করতে আরও কিছু কাজ করতে হবে। যেমন আমাদের জাহাজ যেন অন্য দেশের জলসীমাতে নিরাপদে

চলাচল করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। একইভাবে অন্য দেশের জাহাজগুলোকেও আমাদের জলসীমায় নিরাপত্তা দিতে হবে। আর এর জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক জোরদার করা অপরিহার্য।



চট্টগ্রামে ইনডোর মেরিটাইম মিউজিয়াম উদ্বোধন শেষে মিউজিয়ামের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

চট্টগ্রামে ইনডোর মেরিটাইম মিউজিয়াম উদ্বোধন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ৫ মার্চ ২০২২ টাইগার পাস এলাকায় ইনডোর মেরিটাইম মিউজিয়াম উদ্বোধন করেন। মিউজিয়ামটিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঐতিহ্য ও ধারাবাহিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। নৌবাহিনী প্রধান মিউজিয়ামে রক্ষিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজের মডেল, বোট, এয়ারক্রাফট, সাবমেরিন, লাইফ

সেভিং ইকুইপমেন্ট, ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। মিউজিয়ামটিতে দর্শনীয় বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে টর্পেডো টিউব, অ্যাডমিরালটি স্ট্যান্ডার্ড স্টকলেস অ্যাংকর, মেরিন ইঞ্জিন, ম্যাগনেটিক এবং সাবসনিক ইন্ডাকশন গ্রাউন্ড মাইন (টাইপ-৫০০৫), এফএল-৩০০০ এন মিসাইল, ৩ ইঞ্চি রকেট লঞ্চার (টাইপ-৬৫), নেভাল অ্যান্টি এয়ারক্রাফট ২০/৪ মি. ডম. হিস্পানো

গান, টর্পেডো বোট, ৭৬.২ মি. মি. গান, ৩০ মি. মি. গান, সোনার ও মিসাইল লঞ্চার উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া মিউজিয়ামের গ্রাউন্ড ফ্লোরকে সাজানো হয়েছে- বাংলাদেশের থ্রিডি ম্যাপ, ডলফিন মডেল, সার্ক মডেল, অ্যাকোয়ারিয়াম, স্টার ফিস মডেল, সি হাউস মডেল, গোল্ড ফিস মডেল, বস্ফোরাসাগরের পোস্টার, ভারত মহাসাগরের পোস্টার, বাংলাদেশের

সমুদ্রসীমার পোস্টার, জয়েন্ট বাংলাদেশ নেভি পোস্টার, অয়েল এন্ড গ্যাস রিগ পোস্টার ও সাবমেরিন ক্যাবল পোস্টার স্থাপন করে। এছাড়া মিউজিয়ামে বিভিন্ন জাহাজের মডেল, সাবমেরিনের মডেল, এমপিএ এর মডেল, হেলিকপ্টারের মডেল, নৌসদস্যদের ব্যবহৃত পোশাকের মডেল, টাইটানিক জাহাজের মডেল, থার্মোমিটার, বোট ক্যাম্পাস, বাইনোকুলার, টেলিস্কোপ, সেক্সট্যান্ট, ভিএইচএফ সেট, শিপস বেল ও জাহাজে বিভিন্ন রোপের ব্যবহার ইত্যাদির সমন্বয়ে ১ম ফ্লোরকে সাজানো হয়েছে।

এছাড়া মিউজিয়ামের ২য় ফ্লোরের রক্ষিত রয়েছে-চট্টগ্রাম বন্দরের পোস্টার, মোংলা বন্দরের পোস্টার, পায়রা সমুদ্র বন্দরের পোস্টার, রিভার পোর্ট অব বাংলাদেশ পোস্টার, চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেডের পোস্টার, খুলনা শিপইয়ার্ডের পোস্টার, ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি. নারায়ণগঞ্জ এর পোস্টার ও মেরিটাইম টেরোরিজম পোস্টার উল্লেখযোগ্যভাবে মিউজিয়ামটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। মিউজিয়ামটি নৌসদস্যদের পেশাগত জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে এবং দর্শনাথীদের বাংলাদেশ নৌবাহিনী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। মিউজিয়ামটির বহির্বিভাগ সকাল ১০টা হতে রাত ১০টা ৩০মিনিট পর্যন্ত উন্মুক্ত এবং অভ্যন্তরীণ বিভাগ রোববার ছাড়া অন্যান্য দিন বিকাল ৪টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী দর্শনাথীদের জন্য খোলা রাখা হয়।





কক্সবাজারে নৌবাহিনী ফ্লিট ক্লাব ‘শ্বপ্নীল সিন্ধু’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও বিএনএফডব্লিউ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

কক্সবাজারে নৌবাহিনীর ফ্লিট ক্লাব ‘শ্বপ্নীল সিন্ধু’ উদ্বোধন

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সর্বস্তরের নৌসদস্যদের জন্য অত্যাধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধাসংবলিত ১০তলা ভিত্তিবিহীন নৌবাহিনী ফ্লিট ক্লাব ‘শ্বপ্নীল সিন্ধু’ নির্মাণ করা হয়েছে। ফ্লিট ক্লাবটি ৫ মার্চ ২০২২ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও বিএনএফডব্লিউ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল উপস্থিত থেকে নামফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে এর উদ্বোধন করেন।

১০তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ভবনে ৬টি সুইটসহ রিসেপশান, লাউঞ্জ, আইসক্রিম স্পেস, বার-বি-কিউ স্পেস, কনফারেন্স রুমসহ ৭৮টি রুম রয়েছে। ফ্লিট ক্লাবে আগত অতিথি/পর্যটকদের জন্য ২৪/৭ ফ্রন্ট ডেস্ক এবং রুম সার্ভিস, অল ডে ডাইনিং রেস্টুরেন্ট, কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট, লবি, মিনি বার, পার্কিং, অনলাইন বুকিং, ইন্টারকম টেলিফোন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুম, ব্যাংকুয়েট সুবিধা, হাউস কিপিং সার্ভিস, হাইস্পিড ওয়াই ফাই সার্ভিস, এয়ারপোর্ট সাটল সার্ভিস, কনফারেন্স রুম, প্রশিক্ষিত ও পারদর্শী স্টাফ দ্বারা বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ফ্লিট ক্লাবটিতে নৌবাহিনীতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ ও নৌ অসামরিক কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গ সকল সময়ে রুম ভাড়া অনুমোদিত ছাড় পাবেন। নৌবাহিনীতে কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত নৌসদস্য সর্বোচ্চ ৩টি কেবিন বুকিং করতে পারবেন। এছাড়া কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণ খালি থাকা সাপেক্ষে বছরে সর্বোচ্চ ৩ বার বিশেষ ছাড় পাবেন। ফ্লিট ক্লাবে যোগাযোগের নং- ০১৭৬৯-৭২৪৬৯৩ ও ০১৭৬৯-৭২৪৬৯৪।





নামফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে বানৌজা হাজী মহসীন মসজিদের উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

বানৌজা হাজী মহসীনে নবনির্মিত মসজিদের শুভ উদ্বোধন

২৭ জানুয়ারি ২০২২ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বানৌজা হাজী মহসীনে নবনির্মিত মসজিদের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, নৌসদস্য ও অসামরিক কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঈসা খান ঘাঁটিতে এনকেএফ ভবন উদ্বোধন

৫ মার্চ ২০২২ বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির হাসপাতাল গেটের সামনে নাবিক কলোনি-২ সংলগ্ন এলাকায় নামফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ছয় তলাবিশিষ্ট এনকেএফ ভবন এর উদ্বোধন করেন। এ সময় সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল) ও কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলসহ

অন্যান্য কর্মকর্তা, নাবিকবৃন্দ ও অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্য নির্মিত ইলিশ গবেষণা জাহাজ হস্তান্তর

খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ইলিশ

গবেষণা জাহাজ ৪ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে খুশিলি ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর খন্দকার আজহার হোসেন, (ই), এনইউপি, পিএসসি, পিএইচডি, বিএনসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও শিপইয়ার্ডে কর্মরত কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মোংলা বন্দরের জন্য রাবার ফোল্ডার তৈরির চুক্তি স্বাক্ষর

২৩ জানুয়ারি ২০২২ মোংলা বন্দরের ৭, ৮ ও ৯ নং জেটির জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড রাবার ফ্যাক্টরি হতে সেল টাইপ ও ডি টাইপ সলিড উইং রাবার ফোল্ডার তৈরি, সরবরাহ, সংযোজন ও অন্যান্য মেরামত কাজের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে খুশিলি ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম সামছুল আজিজ, (এল), এনজিপি, পিএসসি, বিএন এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত বানৌজা শহীদ দৌলত (পিসি-১) এর লঞ্চিং

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খুলনা শিপইয়ার্ড এ নির্মিত বানৌজা শহীদ দৌলত (পিসি-১) এর লঞ্চিং করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়াল) রিয়ার এডমিরাল এম শফিউল আজম, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি। এ সময়

ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম সামছুল আজিজ, (এল), এনজিপি, পিএসসি, বিএনসহ খুশিলির সকল জিএম, ডিজিএম এবং ওআইসিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য নির্মিত ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল এবং হাইস্পিড বোট হস্তান্তর

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য নির্মিত ১টি ইনশোর পেট্রোল ভেসেল (আইপিভি) এবং ৬টি ওয়াটার জেট প্রযুক্তির হাইস্পিড বোটের হস্তান্তর অনুষ্ঠান ১০ জানুয়ারি ২০২২ ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি. নারায়ণগঞ্জে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল আশরাফুল হক চৌধুরী, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিইডব্লিউ লি. এর কনস্ট্রাকশন সাইটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আইপিভি এবং বোটসমূহের হস্তান্তর কার্য সম্পন্ন করেন।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এরূপ যুদ্ধজাহাজ এবং হাইস্পিড বোট নির্মাণ আমাদের দেশের জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে একদিকে যেমন দেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখবে। প্রায় ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ২৩ নটিক্যাল গতিসম্পন্ন আইপিভি এবং ১৮ মিটার দৈর্ঘ্যের ২৭ নটিক্যাল গতিসম্পন্ন আধুনিক ওয়াটার জেট প্রযুক্তির হাইস্পিড বোটগুলো বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের বহুরে যুক্ত হয়ে আঞ্চলিক জলদস্যুতারোধে উপকূলীয় টহল, চোরাচালানবিরোধী অভিযান, নজরদারি, অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান এবং অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য সুরক্ষা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকবে। নির্মিত আইপিভি এবং হাইস্পিড বোটগুলো জাহাজ নির্মাণের আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ক্র্যাসিফিকেশন সোসাইটি (আইএসিএস) এর অন্যতম সদস্য চায়না ক্র্যাসিফিকেশন সোসাইটি (সিসিএস) এবং ব্যুরো ভেরিটাস (বিভি) কর্তৃক অনুমোদিত। তাছাড়া বোটগুলো যেকোনো দুর্যোগময় মুহূর্তে অতি অল্প সময়ে ত্রাণসহ নানাবিধ সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম। বৈশ্বিক মহামারি



ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লি. নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য নির্মিত ইনশোর পেট্রোল ভেসেল ও হাইস্পিড বোট

করোনা সংক্রমণ রোধে সরকার কর্তৃক জারিকৃত কঠোর লকডাউনের মধ্যেও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। উল্লেখ্য, ডকইয়ার্ডটি ঐতিহ্যবাহী নগরী নারায়ণগঞ্জের কোলখোঁষে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট ২২ একর এলাকাসমৃদ্ধ এই ইয়ার্ড দেশের সবচাইতে ঐতিহ্যবাহী ও পুরাতন ডকইয়ার্ড, যার জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের ক্ষেত্রে রয়েছে প্রায় শতবর্ষের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর এটি বিআইডিসি এবং পরে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে চলে আসে। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ঐতিহ্যবাহী এই ইয়ার্ডে নির্মাণ করা হয় দেশের প্রথম সামরিক জাহাজ বিএনএস পাবনা। তারপর একে একে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য আরও চারটি জাহাজ নির্মিত হয়, যেগুলো পাবনা ক্লাস নামে পরিচিত। এই ডকইয়ার্ড প্যাট্রোল ক্রাফট/যুদ্ধজাহাজ তৈরিতে যে পারদর্শিতা অর্জন করেছে, তা জাহাজ নির্মাণশিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি দেশকে এই ধরনের আরও

যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

এছাড়া জাহাজনির্মাণ ও জাহাজ মেরামত কাজের পাশাপাশি স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজসহ বিভিন্ন জাহাজের ইঞ্জিন ওভারহোলিং থেকে শুরু করে প্রায় সকল ধরনের ভারী মেকানিক্যাল কাজ এই ডকইয়ার্ডের সক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরযোগ্য ও যুগোপযোগী অবকাঠামো, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবাসহ সকল সুযোগ-সুবিধা, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদনমুখী কর্মপরিবেশ এই ডকইয়ার্ডের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের চালিকাশক্তি।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য নির্মিত ডাইভিং বোট লঞ্চিং

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খুলনা শিপইয়ার্ড এ নির্মিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ডাইভিং বোটের লঞ্চিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত লঞ্চিং অনুষ্ঠানে খুশিলির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম সামছুল আজিজ, (এল), এনজিপি, পিএসসি, বিএনসহ সকল জিএম, ডিজিএম এবং ওআইসিগণ উপস্থিত ছিলেন।

খুশিলিতে নির্মিত বানোজা শহীদ ফরিদ (পিসি-২) এর লঞ্চিং

২২ মার্চ ২০২২ খুশিলিতে নির্মিত বানোজা শহীদ ফরিদ (পিসি-২) জাহাজের লঞ্চিং অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম সামছুল আজিজ, (এল), এনজিপি, পিএসসি, বিএনসহ সকল জিএম, ডিজিএম, প্রজেক্ট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য বোর্ডা পুল টাগ বোট নির্মাণ এর চুক্তি স্বাক্ষর

১৯ জানুয়ারি ২০২২ খুশিলি কর্তৃক পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য ২টি টাগ বোট (৭০ টন বোর্ডা পুল) নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে খুশিলি ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম সামছুল আজিজ, (এল), এনজিপি, পিএসসি, বিএন এবং খুশিলির অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

► পূর্ব উপকূলে নতুন সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণ করবে অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ার পারমাণবিক শক্তিশালিত সাবমেরিনগুলোর জন্য দেশটির পূর্ব উপকূলে নতুন একটি ঘাঁটি নির্মাণ করবে সরকার। ব্রিসবেন, নিউক্যাসেল অথবা পোর্ট কেম্বলার মধ্যে যেকোনো একটি স্থানে এই ঘাঁটি নির্মাণ করা হবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯টি সম্ভাব্য স্থান বাছাইয়ের পর সেখান থেকে এই তিনটি সাইটকে সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

এই ঘাঁটি নির্মাণের জন্য কিছু অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যার জন্য ১ হাজার কোটি ডলারের বেশি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রতিরক্ষা বাজেট থেকেই এই অর্থের সংস্থান করা হবে।

► ন্যাটো মেরিটাইম গ্রুপ ওয়ানের কমান্ড পেল নেদারল্যান্ডস

স্ট্যান্ডিং ন্যাটো মেরিটাইম গ্রুপ ওয়ানের (এসএনএমজিওয়ান) কমান্ড নেদারল্যান্ডসের কাছে হস্তান্তর করেছে কানাডা। সম্প্রতি ভার্তুয়াল পদ্ধতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রয়েল নেদারল্যান্ডস নেভির কমান্ডের অ্যাড ভন ডি স্যান্ডের কাছে কমান্ডের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন রয়েল কানাডিয়ান নেভির কমান্ডের ব্র্যাডলি পিটস। তিনি চলতি বছর এসএনএমজিওয়ানকে নেতৃত্ব দেবেন।

কমান্ড হস্তান্তরকালে কমান্ডের ব্র্যাডলি তার দায়িত্ব পালনকালে সহায়তার জন্য এইচএমসিএস হ্যালিফাক্স ও এইচএমসিএস ফ্রেডেরিকশনের সব শিপমেটকে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তিনি নতুন কমান্ডারকে শুভেচ্ছা জানান এবং তার নেতৃত্বের সাফল্য কামনা করেন।

► ভারতে নৌবাহিনীর জাহাজে বিক্ষোণ, নিহত ৩

ভারতের মুম্বাইতে সম্প্রতি একটি ডেস্ট্রয়ারে বিক্ষোণের ঘটনায় নৌবাহিনীর তিন সদস্য নিহত ও অন্তত ১১ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার সময় আইএনএস রণবীর নামের রণতরীটি মুম্বাইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে অবস্থান করছিল। বিক্ষোণের কারণ জানতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর সবচেয়ে পুরনো রণতরীগুলোর একটি আইএনএস রণবীর। ডেস্ট্রয়ারটি ১৯৮৬ সালের এপ্রিলে নৌবাহিনীতে কমিশনড হয়। রাজপুত ক্লাসের চতুর্থ রণতরী এটি। ইস্টার্ন নেভাল কমান্ড ক্রস কোস্ট অপারেশনাল ডিপ্লোমেন্ট থেকে শিগিরিই বেজ পোর্টে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল ডেস্ট্রয়ারটির।

সমুদ্রে জলদস্যুতা তিন দশকে সর্বনিম্নে



২০২১ সালে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রে জলদস্যুতা ও ডাকাতির ঘটনা ১৯৯৪ সালের পর সর্বনিম্নে নেমেছে। আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরোর (আইএমবি) সাম্প্রতিক বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএমবি পাইরেসি রিপোর্টিং সেন্টার গত বছর জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতির মোট ১৩২টি ঘটনার খবর পেয়েছে। ২০২০ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৯৫টি। আর ২০১৯ সালে ১৬২।

গত বছর জলদস্যুতা সার্বিকভাবে হ্রাস পাওয়ার বড় কারণ হলো, আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় গিনি উপসাগরে জলদস্যুতা কমে যাওয়া। তবে বিচ্ছিন্ন দুই-একটি ঘটনার কারণে এই রুটটি এখনো পুরোপুরি

ঝুঁকিমুক্ত বলা যাচ্ছে না। এমন অবস্থায় এই অঞ্চলে কয়েকটি সদস্যরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ আরও দুই বছর মোতায়েন রাখার ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। কো-অর্ডিনেটেড মেরিটাইম প্রেজেন্সেস (সিএমপি) পাইলট প্রোগ্রামের অধীনে গত দুই বছর গিনি উপসাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন রেখেছিল ইইউ সদস্য দেশগুলো।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, পশ্চিম আফ্রিকার জলসীমায় চার মাস টহল দেবে ডেনমার্কের যুদ্ধজাহাজ। এরপর সাড়ে সাত মাস টহল দেবে স্পেন। এছাড়া ক্রমান্বয়ে ফ্রান্স ১১ মাস, ইতালি আট মাস ও পর্তুগালের যুদ্ধজাহাজ সাড়ে তিন মাস টহল পরিচালনা করবে সেখানে।

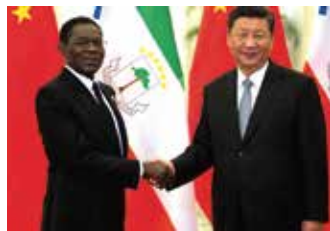
গিনি উপসাগরে আন্তর্জাতিক বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়া জলদস্যুদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিল (বিমকো)। সংগঠনটি বলেছে, জলদস্যুতা

প্রতিরোধে এই অঞ্চলের বিচার বিভাগ ও আন্তর্জাতিক মেরিটাইম ফোর্সগুলোর মধ্যে সমন্বয় আনা খুবই জরুরি।

এদিকে সিঙ্গাপুরভিত্তিক রিক্যাপ ইনফরমেশন শেয়ারিং সেন্টারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে এশিয়ায় সবচেয়ে বিপজ্জনক বাণিজ্যিক রুট ছিল সিঙ্গাপুর প্রণালি। গত বছর সেখানে সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ৪১টি, ২০২০ সালে যার সংখ্যা ছিল ৩৪।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে এশিয়ায় জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা অনেকটাই কমেছে। কিন্তু সিঙ্গাপুর প্রণালির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ব্যতিক্রম ছিল। ১১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্যস্ত এই বাণিজ্য পথটি দুর্ভুক্তিকারীদের অপতৎপরতার অন্যতম হটস্পট ছিল। গত বছর সিঙ্গাপুর প্রণালি দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ২ হাজার বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করেছে। ফলে জলদস্যু ও ডাকাতিদের কাছে আকর্ষণীয় এক টার্গেট ছিল এই রুটটি। জলদস্যুতার ঘটনার সংখ্যা বাড়লেও ভয়াবহতা মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে ছিল না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মধ্য আফ্রিকার গিনিতে নৌঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা চীনের



নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, চীন এমন এক জায়গার খোঁজ করছে, যেখানে তারা তাদের যুদ্ধজাহাজগুলো মেরামত ও অস্ত্র পুনঃসজ্জিত করতে পারবে।

ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি ক্লাসিফায়েড ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে গিনিতে চীনের নৌঘাঁটি নির্মাণের সম্ভাব্যতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একুয়েটোরিয়াল গিনির বৃহত্তম শহর বাটায় চীন নির্মিত একটি গভীর পানির বাণিজ্যিক বন্দর আগে থেকেই রয়েছে। বেইজিং সেই বাটায় একটি নৌঘাঁটি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখছে।

বাটায় চীন নির্মিত বাণিজ্যিক বন্দরটিতে রয়েছে অত্যাধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা। এর ৫৩০ মিটার ও ৫৫০ মিটার দীর্ঘ দুটি কমাশিয়াল পিয়ার সহজেই পিএলএএনের যেকোনো যুদ্ধজাহাজকে সেবা দিতে সক্ষম। এছাড়া বন্দরটির অবস্থান একটি অয়েল ফ্যাসিলিটির একেবারে সন্নিকটে। ফলে চীনা যুদ্ধজাহাজগুলোর রিফুয়েলিংয়ের জন্যও বন্দরটি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বন্দরটির ওয়্যারহাউস এরিয়া ও ইন্টারমোডাল ইয়ার্ড জাহাজগুলোর রসদ সরবরাহের ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সমুদ্র নজরদারিতে সহায়তা করবে দক্ষিণ আফ্রিকার তিনটি স্যাটেলাইট

দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রশিল্পের জন্য ২০২২ সাল শুরু হয়েছে নতুন এক অর্জনের মধ্য দিয়ে। জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের কেপ ক্যানাভারেল থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় স্পেসএক্স ফ্যালকন নাইন রকেট। এই রকেটে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার তিনটি ক্ষুদ্র স্যাটেলাইট। দেশটির উপকূলীয় এলাকায় চলাচলকারী জাহাজগুলোকে সরকারের নজরদারির আওতায় আনতে ভূমিকা রাখবে স্যাটেলাইটগুলো।

স্পেসএক্সের ফ্যালকন নাইন রকেটটি তৃতীয় ট্রান্সপোর্টার মিশন পরিচালনা করেছে। রকেটটিতে ছিল ১০৫টি বাণিজ্যিক ও সরকারি স্পেসক্রাফট, যার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার স্যাটেলাইট তিনটি উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি ক্ষুদ্র স্যাটেলাইট দক্ষিণ আফ্রিকার এমডিএস্যাট-ওয়ান নক্ষত্রপুঞ্জের তিনটি অংশ। নামটি এসেছে সরকারের মেরিটাইম ডোমেইন অ্যাওয়ারেনেস (এমডিএ) প্রকল্প থেকে। ফ্যালকন নাইন উৎক্ষেপণের ঘটনাক্ষণে সময়ের মধ্যে স্যাটেলাইটগুলোকে তাদের কক্ষপথে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আইএনএস বিক্রান্তের তৃতীয় দফার ট্রায়াল শুরু

ভারতের গর্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়ানো বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত কমিশনিংয়ের পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল। সম্প্রতি এর তৃতীয় ধাপের সি ট্রায়াল শুরু হয়েছে। ৯ জানুয়ারি এই ট্রায়াল শুরু হয়। চলতি বছরের আগস্টে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটির কমিশনিং সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিক্রান্ত ভারতে তৈরি প্রথম যুদ্ধবিমানবাহী রণতরী। আইএনএস বিক্রান্ত-ক্লাসের দ্বিতীয় ক্যারিয়ার এটি। বিক্রান্তের তৈরি হয়েছিল রাশিয়ায়। আনুষ্ঠানিকভাবে নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হলে জাহাজটি ভারতের নৌসক্ষমতার অন্যতম পরিচায়ক হবে।

বিক্রান্তের ডিসপ্লসমেন্ট ৪৫ হাজার টন। কম্প্যাক্ট ডাইমেনশনের কারণে জাহাজটির প্রায় ৮৫ শতাংশ জায়গা ডেক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। প্রায় ৩০টি ফাইটার জেট ও হেলিকপ্টারকে জায়গা দিতে সক্ষম রণতরীটি। এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ২৮ নটিক্যাল মাইল।

জাপানের রেকর্ড পরিমাণ প্রতিরক্ষা বাজেট অনুমোদন



জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি ২০২২ অর্থবছরের প্রতিরক্ষা বাজেটের রূপরেখা ঘোষণা করেছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, প্রকৃতপক্ষে এই বাজেট হবে ১৬ মাস মেয়াদি বাজেট, যেখানে ২০২১ সালের সম্পূর্ণ বাজেটও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা বাজেট হতে যাচ্ছে এটি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন এই বাজেটকে বলা হচ্ছে 'অ্যাকসেলারেটেড ডিফেন্স ক্যাপাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্যাকেজ'। সংগত কারণেই বোঝা যাচ্ছে, এই বাজেট পরিকল্পনা করা হয়েছে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে। বাজেটের মোট আকার ৫ লাখ ৮৬ হাজার ৬১০ কোটি ইয়েন (প্রায় ৫ হাজার ১০০ কোটি ডলার), যা জাপানের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০২২ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট প্রস্তাবনা জমা দিয়েছিল, তার সম্পূর্ণটাই অনুমোদিত হয়েছে। এর সঙ্গে ২০২১ সালের সম্পূর্ণ বাজেট হিসেবে যুক্ত হয়েছে: তিনটি পি-ওয়ান প্যাট্রল এয়ারক্রাফট ক্রয়ের জন্য ৬ হাজার ৫৮০ ইয়েন, পি-৩এস প্যাট্রল এয়ারক্রাফটের সংস্কারের জন্য ১১০ কোটি ইয়েন, দুটি মোগামি ক্লাস এফএফএমের জন্য ভিএলএস ক্রয়ে ৮৪০ কোটি ইয়েন এবং টাইপ ১২ লাইট টর্পেডো, টাইপ ১৮ হেভি টর্পেডো, টাইপ ১৫ মাইন ও টাইপ ০৭ এএসআরওসি ক্রয়ের জন্য ২ হাজার ১৭০ কোটি ইয়েন।

জাপানি নেভাল ম্যাগাজিন 'শিপস অব দ্য ওয়ার্ল্ড' জানিয়েছে, জাপান যেসব মোগামি ক্লাস এফএফএমের লক্ষ্যে সম্পন্ন করেছে অথবা যেগুলো এখন নির্মাণাধীন রয়েছে, সেগুলোর বেশির ভাগেরই ভিএলএস পরবর্তীতে সংযুক্ত করা হবে। কেবল দুটি এফএফএমে (নবম ও দশম এফএফএম) শুরু থেকেই ভিএলএস থাকবে, যেগুলো ২০২২ সালের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর ২০২১ সালের সম্পূর্ণ বাজেটে যে দুটি ভিএলএসের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো সপ্তম ও অষ্টম এফএফএমের জন্য।

► ইন্দো-প্যাসিফিকে উপস্থিতি বাড়ানো জার্মানি

জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শুলজের নেতৃত্বাধীন সরকার ইন্দো-প্যাসিফিকে দেশটির উপস্থিতি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। বহুপাক্ষীয় সহযোগিতামূলক চুক্তি কোয়ালিশন এগ্রিমেন্ট ও সাম্প্রতিক সময়ে জার্মান নৌবাহিনীর প্রধানের ঘোষণাতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গত নভেম্বরে জার্মান নৌবাহিনীর তৎকালীন প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল কায়-আচিম শোনবাখ ঘোষণা দেন, ইন্দো-প্যাসিফিকে শান্তি বজায় রাখা, ফ্রি নেভিগেশন, আন্তর্জাতিক বিধিবিধান প্রতিপালন ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তার লক্ষ্যে তিনি প্রতি দুই বছর মেয়াদে সেখানে জাহাজ পাঠাবেন। এদিকে ইন্দো-প্যাসিফিকে ছয়টি ইউরোফাইটার, তিনটি রিফুয়েলিং ট্যাংকার ও তিনটি ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে জার্মান বিমানবাহিনীর।

► উত্তর মহাসাগরে ন্যাটোর টাস্কফোর্সের অনুশীলনে নেতৃত্ব দেবে গ্রিন্স অব ওয়েলস

উত্তর মহাসাগরে ন্যাটোর একটি টাস্কফোর্সের অনুশীলনে নেতৃত্ব দেবে ব্রিটিশ রয়েল নেভির এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার এইচএমএস গ্রিন্স অব ওয়েলস। নরওয়ের নেতৃত্বে 'এক্সারসাইজ কোল্ড রেসপন্স' শীর্ষক এই অনুশীলনে ২৮টি দেশের ৩৫ হাজার নৌসেনা অংশ নেবেন।

ন্যাটোর মেরিটাইম হাই রেডিনেস ফোর্সের এই অনুশীলন নরওয়ের জলসীমায় তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় অনুশীলন হতে যাচ্ছে। এতে রয়েল নেভির গ্রিন্স অব ওয়েলসের সঙ্গে থাকবে যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান, একটি পারমাণবিক শক্তিশালিত সাবমেরিন ও একটি রয়েল ফ্লিট অস্ট্রালারি রিপ্লেনিশমেন্ট ভেসেল। এছাড়া রয়েল মেরিনস কমান্ডোসহ অন্যান্য ল্যান্ড ফোর্সের সদস্যরাও অংশ নেবেন।

► ভারতীয় নৌবাহিনীর দ্বিতীয় পি-৮১ এয়ারক্রাফট স্কোয়াড্রনের কমিশনিং সম্পন্ন

ইন্ডিয়ান নেভাল এয়ার স্কোয়াড্রন (আইএনএস) ৩১৬ সম্প্রতি কমিশন করা হয়েছে। এটি ভারতীয় নৌবাহিনীর দ্বিতীয় পি-৮১ এয়ারক্রাফট স্কোয়াড্রন। গোয়ার আইএনএস হংস নৌঘাঁটিতে স্কোয়াড্রনটির কমিশনিং সেরিমনির আয়োজন করা হয়।

আইএনএস ৩১৬ স্কোয়াড্রনের নাম রাখা হয়েছে কনডোরস। কনডোরস হলো বিশাল ডানাওয়ালা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ফ্লাইং ল্যান্ড বার্ড। এই স্কোয়াড্রন চারটি বোয়িং পি-৮১ এয়ারক্রাফট অপারেট করবে। একে বলা হয় 'গেম চেঞ্জার' এয়ারক্রাফট, যাতে আকাশ থেকে জাহাজে নিক্ষেপণযোগ্য দূরপাল্লার মিসাইল ও টর্পেডো যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে।

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিচ্ছে রেকর্ড সংখ্যক অভিবাসনপ্রত্যাশী

ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের চল অনেক বছর ধরেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে চলতি বছর শীতের মৌসুমে এই প্রবাহ নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। সম্প্রতি একদিনেই রেকর্ড ১ হাজার ১৮৫ অভিবাসনপ্রত্যাশী ছোট নৌকায় করে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছে, যেসব নৌকার বেশির ভাগই সাগর পাড়ি দেয়ার উপযুক্ত নয়। যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত একটি শিপিং রুট হলো ইংলিশ চ্যানেল। সাম্প্রতিক সময়ে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা ক্যানু বা ছোট ডিঙি জাতীয় নৌকায় করে এই চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর এমনটি জানতে পেরে বিখ্যাত ফরাসি ক্রীড়াসামগ্রী বিক্রেতা ডেকাথলন তাদের কয়েকটি স্টোরে ক্যানু বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েকদিন আগে ছোট কায়াকে করে ইংলিশ চ্যানেল

পাড়ি দেওয়ার সময় নৌকাডুবিতে তিনজন অভিবাসনপ্রত্যাশী নিখোঁজ হয়েছেন বলে বিবিসি জানিয়েছে।

এই অভিবাসন সংকট ইংলিশ চ্যানেলের দুই প্রান্তের দেশ যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স উভয়ের জন্যই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যারা অবৈধভাবে চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ব্রিটেনে আসবে এবং শরণার্থী হিসেবে বিবেচনার জন্য আবেদন করবে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে নতুন একটি খসড়া আইনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সারা বিশ্বে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বহুল ব্যবহৃত একটি রুট হলো সমুদ্রপথ। ছোট নৌকায় করে বিপদসংকুল সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রায়ই তাদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে যায়।

টনপ্রতি ২০০ ডলার কার্বন কর চায় গেটিং টু জিরো কোয়ালিশন

সমুদ্র পরিবহন খাতে প্রতিটন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের বিপরীতে ২০০ ডলার করে করারোপের প্রস্তাব করেছে গেটিং টু জিরো কোয়ালিশন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মেরিটাইম কোম্পানি ও শিপিং খাতে কার্বন নিঃসরণ কমানো নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোর জোটটি বলছে, প্রথাগত এইচএফও ও ভিএলএসএফও জালানি এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প জালানি ব্যবহারে খরচের অনেক পার্থক্য রয়েছে। এটি কমিয়ে এনে ভারসাম্যপূর্ণ করতে হবে। এক্ষেত্রে কার্বন করারোপ ও পরিবেশবান্ধব জালানিতে ভর্তুকি প্রদান-একসঙ্গে দুটোই দরকার।

কোয়ালিশন বলছে, তারা যে কার্বন কর কাঠামো তৈরি করেছে, তা পরিবেশবান্ধব জালানি রপ্তানির প্রক্রিয়ায় প্রগোদনার কাজে ব্যয়ের জন্য তহবিল গড়ে তুলবে। উচ্চ মূল্যের সবুজ জালানিতে ভর্তুকি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই তহবিল খুব কাজে আসবে।

▶ তিন বছর পর গিনি উপসাগরের উদ্দেশে রয়েল নেভি জাহাজের যাত্রা

নিরাপত্তা নজরদারিতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোকে সহায়তার জন্য সম্প্রতি গিনি উপসাগরের উদ্দেশে যাত্রা করেছে ব্রিটিশ রয়েল নেভির টহল জাহাজ এইচএমএস ট্রেন্ট। তিন মাস এই অঞ্চলে পেট্রোলিং করবে জাহাজটি। গত তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কোনো জাহাজ অঞ্চলটিতে মিশন পরিচালনা করেছে।

রয়েল মেরিনের ৪২ জন কমান্ডো জাহাজটিতে রয়েছেন। এই মিশনে জাহাজটি বেশ কয়েকটি যৌথ অনুশীলনে অংশ নেবে। এছাড়া আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নের অংশ হিসেবে কয়েকটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও যোগ দেবে জাহাজটি।

▶ ইতালির নৌবাহিনীর জন্য লজিস্টিকস সাপোর্ট শিপ নির্মাণ করবে ফিনক্যান্ডিয়েরি

ইতালির নৌবাহিনীর জন্য একটি লজিস্টিক সাপোর্ট শিপ (এলএসএস) নির্মাণ করবে ফিনক্যান্ডিয়েরির নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম আরটিআই। সম্প্রতি এ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এটি হবে বাহিনীটির বহরের দ্বিতীয় এলএসএস। এছাড়া তৃতীয় এলএসএস নির্মাণের কাজ আরটিআইকে দেওয়ার অপশনও রাখা হয়েছে চুক্তিতে।

জাহাজটি পুরোপুরি নির্মাণ হচ্ছে ইতালির ক্যাসেলমারে ডি স্তাবিয়া শিপইয়ার্ডে। এটি নির্মাণে যে চুক্তি করা হয়েছে, তার আকার প্রায় ৪৬ কোটি ২৩ লাখ ডলার। নির্মাণ শেষে ২০২৫ সালে জাহাজটি হস্তান্তরের কথা রয়েছে।

▶ মেরিটাইম খাতে গবেষণা বাড়াবে সিঙ্গাপুর মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

বৈশ্বিক সমুদ্রশিল্পে কর্মদক্ষতা বাড়াতে নিত্যানতন গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে সিঙ্গাপুর মেরিটাইম ইনস্টিটিউট (সিএমআই)। সম্প্রতি এক ফোরামে সংস্থাটি জানিয়েছে, তহবিল সরবরাহ, অংশীদারিত্ব তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে সমুদ্র পরিবহনশিল্পের গবেষণা ও উন্নয়নে ভূমিকা আরও বাড়াবে তারা।

এই ফোরামের মূল প্রতিপাদ্য ছিল সমুদ্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বৃদ্ধিতে গবেষণা ও উন্নয়নের ভূমিকা। ফোরামে গবেষণা ও উন্নয়নে সহযোগিতা, সমুদ্র পরিবহন খাতে উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণা, বন্দর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।

ফিলিপাইন সাগরে ছয় মিত্র দেশের ক্যারিয়ার স্ট্রাইকার গ্রুপের যৌথ অনুশীলন

ফিলিপাইন সাগরে সম্প্রতি ছয়টি দেশের নৌবাহিনীর অংশগ্রহণে মাল্টিপল ক্যারিয়ার স্ট্রাইকার গ্রুপ অপারেশনস পরিচালিত হয়েছে। এই ছয়টি নৌবাহিনী হলো মার্কিন নৌবাহিনী, ব্রিটিশ রয়েল নেভি, জাপান মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স ফোর্স (জেএমএসডিএফ), রয়েল নেদারল্যান্ডস নেভি, রয়েল কানাডিয়ান নেভি ও রয়েল নিউজিল্যান্ড নেভি।

এই অপারেশনে মার্কিন নৌবাহিনীর ক্যারিয়ার স্ট্রাইকার গ্রুপের নেতৃত্বে ছিল ফ্ল্যাগশিপ ইউএসএস রোনাল্ড রিগ্যান ও ইউএসএস কার্ল ভিনসন।

জেএমএসডিএফের পক্ষে নেতৃত্ব নেয় হিয়ুগা-ক্লাস হেলিকপ্টার ডেস্ট্রয়ার জেএস ইসে। ব্রিটিশ রয়েল নেভির ক্যারিয়ার স্ট্রাইকার গ্রুপের নেতৃত্বে ছিল এইচএমএস কুইন এলিজাবেথ। এছাড়া রয়েল কানাডিয়ান নেভির ফ্রিগেট এইচএমসিএস উইনিপেগ ও রয়েল নিউজিল্যান্ড নেভির ফ্রিগেট এইচএমএনজেডএস তে কাহা নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

সমন্বিত এই অপারেশনে ছয়টি বাহিনীর

১৫ হাজারের বেশি নাবিক অংশ নেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মিত্রদেশগুলোর সঙ্গে একত্রে কাজ করার অনুশীলন পরিচালনা করল মার্কিন নৌবাহিনী।

এই কর্মসূচিতে স্ট্রাইকার গ্রুপগুলো ফ্লাইট অপারেশন ও আকাশ প্রতিরক্ষা অনুশীলন সম্পন্ন করেছে। এছাড়া বিভিন্ন মেরিটাইম টার্গেটে সিমুলেটেড স্ট্রাইকও পরিচালনা করেছে তারা। রোনাল্ড রিগ্যানের ক্যারিয়ার এয়ার উইং ফাইভ থেকে এফ/এ-১৮ সুপার হর্নেট, কুইন এলিজাবেথ থেকে রয়েল এয়ার ফোর্স ও ইউএস মেরিনসের এফ-৩৫বি এবং কার্ল ভিনসনের ক্যারিয়ার এয়ার উইং টু থেকে এফ-৩৫সি যুদ্ধবিমানগুলো অনুশীলন চালিয়েছে এই অপারেশনে।

এই ট্রেনিং অ্যান্ড ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী বাহিনীগুলোর ফোকাস ছিল অ্যান্টি-এয়ার, অ্যান্টি-সারফেস ও অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার কৌশল ও প্রক্রিয়ার ওপর। কর্মসূচিতে বাহিনীগুলোর কমান্ডাররা মেরিটাইম ডোমেনে তাদের সক্ষমতা যাচাইয়ের উৎকৃষ্ট সুযোগ পেয়েছেন।

আর্কটিকে ব্ল্যাক কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগে অগ্রগতি

কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ ১১টি দেশ আর্কটিক অঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজগুলোয় পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ঐচ্ছিক ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির (এমইপিসি) ৭৭তম বৈঠকে এই প্রস্তাব ২৭টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন পেয়ে অনুমোদিত হয়েছে। তবে রাশিয়া, চীন, ভারত, জাপান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও অ্যাসোসিও এর বিরোধিতা করেছে।

এমইপিসির বৈঠকে নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে আলোচনা আরও দুই বছর চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বৈঠকে টনপ্রতি ২ ডলার বাংকার ফি আরোপের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি। এছাড়া ২০৫০ সাল নাগাদ আইএমওর নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাবনাও যথেষ্ট সমর্থন পায়নি।

নাবিকদের সুরক্ষায় আইএমও'র বিশেষ কাউন্সিলিং



রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জাহাজ ও নাবিকদের সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশেষ কাউন্সিলিং সেশন করেছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)। এই সভায় কৃষ সাগর ও আজোভ সাগরে আটকা পড়া জাহাজ ও নাবিকদের সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসার জন্য আইএমওর সদস্য রাষ্ট্র ও পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

মার্চে অনুষ্ঠিত এই সভায় আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন ও সাপ্লাই চেইনের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। একই সঙ্গে ইউক্রেনে আটকে পড়াবাদের জন্য জরুরি খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করার ওপরও জোর দেওয়া হয়। একটি

ফ্ল্যাগ স্টেট, বন্দরসমৃদ্ধ দেশ ও উপকূলীয় রাষ্ট্র হিসেবে আইএমওর ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে যেসব অধিকার ইউক্রেনের পাওনা, অনতি বিলম্বে সেগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে এই কাউন্সিলিং সেশনে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকেই কৃষ সাগর ও আজোভ সাগরে আটকে পড়া জাহাজ ও ক্রুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতিতে নাবিকদের সুরক্ষার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য চাপ বাড়ছিল আইএমওর ওপর।

এদিকে নাবিকদের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা ও কল্যাণে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের চারটি সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও), জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক কনফারেন্স (আফস্টাড) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। এক যৌথ বিবৃতিতে তারা আন্তর্জাতিক শিপিং খাতে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দ্রুত দৃষ্টি দিয়েছে।



কাতারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া 'ডিমডেব্ল-২০২২' এবং ভারতে আইওএনএস মেরিটাইম এক্সারসাইজ-২০২২ এ অংশগ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম নৌজেটি ত্যাগের পূর্বে 'বানৌজা প্রত্যাশা'-কে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানান নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়ায় অংশ নিল বানৌজা প্রত্যাশা

কাতারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া 'এম দোহা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম এক্সিভিশন অ্যান্ড কনফারেন্স (ডিমডেব্ল-২০২২)' এবং ভারতে 'আইওএনএস মেরিটাইম এক্সারসাইজ-২০২২' (আইএমইএক্স-২০২২) এ অংশ নিতে ৫ মার্চ ২০২২ নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ 'প্রত্যাশা' চট্টগ্রাম নৌ-জেটি ত্যাগ করে। জাহাজটি নৌ-জেটি ত্যাগের প্রাক্কালে নৌবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী সুসজ্জিত বাদকদল বাদ্য পরিবেশন করে। এ সময় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি থেকে জাহাজটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানান। এ সময় জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী। এছাড়া নৌবাহিনীর পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ, জাহাজে গমনকারী কর্মকর্তা ও নাবিকদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক এ সমুদ্রমহড়ায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনী জাহাজ, উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি, পর্যবেক্ষক, সমরবিশারদগণ এবং সামরিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। বানৌজা প্রত্যাশা জাহাজের অধিনায়ক কমান্ডার মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়ার নেতৃত্বে ২৫ জন কর্মকর্তাসহ মোট ১৩৫ জন নৌসদস্য এ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। দেশে ফেরার পথে জাহাজটি ভারতের গোয়ায় 'আইওএনএস মেরিটাইম এক্সারসাইজ-২০২২' (আইএমইএক্স-২০২২) এ অংশগ্রহণ করে। এই মহড়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা যায়।

আন্তর্জাতিক নৌমহড়ায় বানৌজা ওমর ফারুক

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ভারতের বিশাখাপত্তনম-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নৌমহড়া এক্সারসাইজ মিলান-২০২২ এ অংশ নিতে নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ

ওমর ফারুক মোংলা নৌ-জেটি ত্যাগ করে। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এম আলোয়ার হোসেন প্রধান অতিথি থেকে জাহাজটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানান। এছাড়া নৌবাহিনীর পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ, জাহাজে গমনকারী কর্মকর্তা ও নাবিকদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ভারতের বিশাখাপত্তনম-এ এই আন্তর্জাতিক নৌমহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৪৬টি দেশের নৌবাহিনী অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ থেকে বানৌজা ওমর ফারুকের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এ বি এম জাকিউল হাসান ভূঞার নেতৃত্বে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাসহ মোট ২৮৪ জন নৌসদস্য এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন, সমুদ্রপথে জলদস্যুতা, মাদক ও চোরাচালান, মানব পাচার, অবৈধ মৎস্য আহরণসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডরোধ এ মহড়ার মূল লক্ষ্য। এই মহড়ায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ অংশগ্রহণের মাধ্যমে নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা, ক্যাডেট ও নাবিকদের পেশাগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ

সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা করা যায়। মহড়া শেষে জাহাজটি ৬ মার্চ ২০২২ দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

মৎস্যসম্পদ রক্ষায় বিশেষ কক্ষিং অপারেশন

১৭ থেকে ২১ জানুয়ারি ২০২২, ২৮ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এবং ১৩ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত তিন ধাপে 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় বিশেষ কক্ষিং অপারেশন পরিচালনা করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। মৎস্যসম্পদ উন্নয়নকল্পে উপকূলীয় জলাশয় ও নদী অববাহিকায় ১০ মিটারের কম গভীরতায় মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী বেহুন্দি ও অন্যান্য ক্ষতিকর অবৈধ জাল অপসারণ করা ছিল এই অপারেশনের মূল লক্ষ্য। এ উপলক্ষ্যে অপারেশনের প্রথম ধাপে বানৌজা অতন্দ্র ৪টি বেহুন্দি জাল জব্দ করে ও কারেন্ট জাল ৪ হাজার ৮০০ মিটার যার আনুমানিক মূল্য ৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকা। বানৌজা সহায়ক/অ্যান্টি স্মাগলিং সেল ৪ হাজার মিটার কারেন্ট জাল, ১৭২টি বেহুন্দি জাল, ৩৭টি টং জাল, ৪টি চিংড়ি জাল জব্দ করে, যার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৮৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা। এছাড়া ঈসা খান/বানৌজা তিমি বেহুন্দি জাল ৩৩টি, ৬ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করে, যার আনুমানিক মূল্য ১৯ লাখ ২০ হাজার টাকা। অপারেশনের দ্বিতীয় ধাপে বানৌজা অতন্দ্র ১৩ লাখ ৭৬ হাজার মিটার কারেন্ট জাল এবং ৬৭০ কেজি মাছ জব্দ করে, যার আনুমানিক মূল্য ৬ কোটি ৩৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা। বানৌজা সহায়ক/অ্যান্টি স্মাগলিং সেল ১০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল, ১০৮টি বেহুন্দি জাল, ১৫টি টং জাল, ২০টি চরঘেরা জাল, ২টি ভেড় জাল, ৬টি মশারি জাল, ২৮টি পেকুয়া জাল এবং ২টি ভাসান জাল জব্দ করে, যার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ২৩ লাখ ২০ হাজার টাকা। এছাড়া বানৌজা যমুনা ১১৫টি ইএসবিএন জাল জব্দ করে, যার আনুমানিক মূল্য ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

সমুদ্র মহড়া এসইপি (০১/২০২২)

২৯ থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ সমুদ্র মহড়া এসইপি ০১/২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ এই মহড়ায় বানৌজা সমুদ্র

ভারতের বিশাখাপত্তনম-এ অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক নৌমহড়া এক্সারসাইজ মিলান-২০২২ এ অংশগ্রহণ করে বানৌজা ওমর ফারুক

অভিযান, প্রত্যয়, শাপলা, নির্মূল, দুর্জয়, অদম্য, অপরাজেয়, দুর্দান্ত, অতন্দ্র, দোদণ্ড, দুর্ধর্ষ, আলী হায়দার, ধলেশ্বরী এবং করতোয়া অংশগ্রহণ করে। কমান্ডার বিএন ফ্রিট রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি বানৌজা সমুদ্র অভিযানে আরোহণ করে মহড়ার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। সমুদ্র মহড়ার কর্মসূচি অনুযায়ী এন্টি সারফেস ও এন্টিএয়ার ফায়ারিং এএসএমডিএক্স, এমজিডিএক্স, এমওবিএক্স, ট্যাক্টিক্যাল ফ্রি প্লেসহ উল্লেখযোগ্য মহড়া সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

শুভেচ্ছা সফরে জাপানের মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স ফোর্সের যুদ্ধজাহাজ

৮ জানুয়ারি ২০২২ জাপানের মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স ফোর্স এর দুটি যুদ্ধজাহাজ উরাগা ও হিরাদো শুভেচ্ছা সফরে চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করে। এ সময় নৌবাহিনীর সুসজ্জিত বাদক দল ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ দুটিকে স্বাগত জানায়। পরে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের চিফ স্টাফ অফিসার ক্যাপ্টেন মাসুদুল করিম সিদ্দিকী জাহাজ দুটির অধিনায়কগণকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতসহ নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সফরকারী জাহাজ দুটি বাংলাদেশের জলসীমায় পৌঁছালে নৌবাহিনী জাহাজ 'প্রত্যয়' তাদের অভ্যর্থনা জানায়। জাহাজ দুটি বাংলাদেশে অবস্থানকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতসহ একটি প্রতিনিধি দল কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ডার বিএন ফ্রিট, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র এবং চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। জাহাজ দুটির শুভেচ্ছা সফরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও জাপানের পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনদিনের শুভেচ্ছা সফর শেষে জাহাজ দুটি ১০ জানুয়ারি ২০২২ বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

স্কুবা ওরিয়েন্টেশন কোর্সে বিএমএ ক্যাডেটদের বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম আগমন

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ক্যাডেটদের জন্য পরিচালিত স্কুবা ওরিয়েন্টেশন কোর্স-৬২ এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ৯ থেকে ১১

জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণে ৩২ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করে এবং সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করে ও ঘাঁটি ত্যাগ করে।

বিএনএ প্রশিক্ষার্থীদের আন্তঃটপ বিতর্ক প্রতিযোগিতা

২৭ জানুয়ারি ২০২২ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আন্তঃটপ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ডাইরেক্টর অব স্টাডিজ। পরে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিএনএ ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা

২৯ জানুয়ারি ২০২২ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত অফিসার ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি প্রশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতা প্রশিক্ষার্থীদের বন্ধুর ও অজেয় পথে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে চলা এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে লড়ে যাওয়ার অমিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে। এ সময় ট্রেনিং কমান্ডারসহ ঘাঁটির অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষার্থীদের ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করেন।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটদের শারীরিক শিক্ষা অনুশীলন



জাপানের দুটি যুদ্ধজাহাজ 'উরাগা' ও 'হিরাদো' চট্টগ্রাম বন্দরে শুভেচ্ছা সফরে আগমন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের চিফ স্টাফ অফিসার জাহাজের অধিনায়ককে স্বাগত জানান

ওয়ার্কশপ অন ইন্ট্রাকশনাল মেথড

১৫ জানুয়ারি ২০২২ ঘাঁটিস্থ হ্যাঙ্গারে বানৌজা ঈসা খান ট্রেনিং উইং এবং জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর প্রশিক্ষকগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্ট্রাকশনাল মেথড/টিচিং টেকনিক এর উপর একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। অধিনায়কের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে এই ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান শুরু হয়। ওয়ার্কশপে বানৌজা ঈসা খান অধিনায়কসহ প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত

সকল প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পটেনশিয়াল ডিভিশনাল অফিসার কোর্সের সার্টিফিকেট বিতরণ

২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পটেনশিয়াল ডিভিশনাল অফিসার কোর্সের (পিডিওসি) সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পটেনশিয়াল ডিভিশনাল অফিসার কোর্সের সমাপনী দিনে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে বিএনএ কমান্ড্যান্ট ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

কমান্ড্যান্ট আবু মো. সাজ্জাদ হোসেন, (জি), বিএসপি, পিএসসি, বিএন উপস্থিত থেকে কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। এ সময় প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

৬৭তম জেএসসি কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

৬৭তম বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জুনিয়র স্টাফ কোর্সের সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠান ৩১ মার্চ ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। এ সময় প্রধান অতিথি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য, কোর্সটি ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ উদ্বোধন করা হয়।

সিনিয়র সেইলস লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ/২০২২ কোর্সের উদ্বোধন

বানৌজা ঈসা খান জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জেটিআই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সিনিয়র সেইলস লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ/২০২২ কোর্সের উদ্বোধন করেন। ১০ মার্চ কোর্সটির সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে অধিনায়ক বানৌজা ঈসা

খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারী সকল জেসিও'দের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। এ সময় উপস্থিত সকল জেসিও'গণের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

৩য় পিডব্লিউ (জি) অ্যান্ড ১ম পিডব্লিউ (এন) স্পেশলাইজেশন কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

২৪ ফেব্রুয়ারি বানৌজা ঈসা খান জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ৩য় পিডব্লিউ (জি) অ্যান্ড ১ম পিডব্লিউ (এন) স্পেশলাইজেশন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে ঘাঁটিস্থ হ্যাঙ্গারে প্রধান অতিথি ছিলেন বানৌজা ঈসা খান অধিনায়ক কমডোর আবদুল্লাহ আল মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। এ সময় প্রধান অতিথি কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। পরে প্রধান অতিথি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

সিপিও'স লিডারশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্স এ/২০২২ এর সনদপত্র বিতরণ

২৬ ফেব্রুয়ারি ঘাঁটির জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সিপিও'স লিডারশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এ/২০২২ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বানৌজা ঈসা খান

অধিনায়ক কমডোর আবদুল্লাহ আল মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। এ সময় প্রধান অতিথি কোর্স সম্পন্নকারী জেসিও'দের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। পরে প্রধান অতিথি কোর্সে অংশগ্রহণকারী জেসিও'দের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

চট্টগ্রামের নাজির চর এলাকায় বিশেষ মহড়া

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ নেভাল কমান্ডো গ্রুপের তত্ত্বাবধানে চৌকস কমান্ডোদের সমন্বয়ে চট্টগ্রামের নাজির চর এলাকায় দুই দিনব্যাপী বিশেষ কমান্ডো মহড়া পরিচালনা করা হয়। এই এলাকার বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি ধাপে মহড়ার অংশ হিসেবে কাউন্টার টেরোরিজম (সিটি) এবং হোস্টেজ রেসকিউ মহড়া সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

১২তম নেভাল কমান্ডো বেসিক কোর্সের এফটিএক্স এবং কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠান

২২-২৫ জানুয়ারি ১২তম নেভাল কমান্ডো বেসিক (এনসিবি-১২) কোর্সের ফাইনাল ট্রেনিং এক্সারসাইজ (এফটিএক্স) প্রশিক্ষণ বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটিতে শুরু হয়। এই কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান ২৭ জানুয়ারি বানৌজা নির্ভীক এ অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধিনায়ক ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ গ্রুপ ক্যাপ্টেন

এম মিনহাজ আলম, (এন), পিএসসি, বিএন। উল্লেখ্য, নেভাল কমান্ডো বেসিক-১২ কোর্সে সর্বমোট ২৬ জন নৌ কমান্ডো (১ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন নাবিক) সফলতার সাথে কোর্সটি সম্পন্ন করে। এ সময় প্রধান অতিথি কোর্স সম্পন্নকৃত নৌকমান্ডোদের সনদপত্র বিতরণ করেন।

বিআরসিসি ক্লাসের পিএলএক্স

৫ মার্চ ২০২২ বিআরসিসি ক্লাসের প্রশিক্ষণার্থীদের প্র্যাকটিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ (পিএলএক্স) অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে নানাবিধ অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের অনুশীলন করানো হয়। এর মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ এবং দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে দলীয় নেতা নির্ধারণ করে সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজ বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির উন্মোচন ঘটানো হয়। এছাড়া বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার নানা কৌশল সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সময় বিআরসিসি ক্লাসের টার্ম কমান্ডার এবং টার্ম টিউটরসহ প্রশিক্ষক দল উপস্থিত ছিলেন।

১ম কাউন্টার টেরোরিজম কোর্স (সিটিসি-১) এর সনদপত্র বিতরণ

৩১ মার্চ ২০২২ ১ম কাউন্টার টেরোরিজম (সিটিসি-১) কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কমডোর সোয়াডস কমান্ড, কমডোর এফ এম আরিফুর রহমান ভূঁইয়া, (জি), বিএসপি, পিপিএম, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন। এ সময় প্রধান অতিথি কোর্স সম্পন্নকারী কমান্ডো কর্মকর্তা ও নাবিকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। পরে প্রধান অতিথি কোর্সে অংশগ্রহণকারী নেভাল কমান্ডোদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

জাতিসংঘ মিশনে



লেবাননের ভূমধ্যসাগরে বানৌজা সংগ্রামে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শহীদ দিবস পালন

ইউনিফিল, লেবানন

ইউনিফিল, লেবাননে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শহীদ দিবস উদ্‌যাপন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাত্তর্যের মাধ্যমে ইউনিফিল, লেবাননে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রাম ভূমধ্যসাগরে টহলরত অবস্থায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শহীদ দিবস পালন করে। এদিন বাদ ফজর জাহাজে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণোৎসর্গকারী শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং দেশের সুখ-সমৃদ্ধি ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দিবসটিকে কেন্দ্র করে কালার্স হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং জাহাজকে সুসজ্জিত করা হয়। অনুরূপ কর্মসূচি ব্যানএফএমইউ জুবা ও মালাকালেও উদ্‌যাপন করা হয়।

বানৌজা সংগ্রামে কন্টিনজেন্ট অন ইকুইপমেন্ট (সিওই) পরিদর্শন

২৮ মার্চ ২০২২ ইউনিফিল হেডকোয়ার্টার্স হতে কন্টিনজেন্ট অন ইকুইপমেন্ট (সিওই) ইন্সপেকশন টিমের প্রতিনিধি দল

ইউনিফিল, লেবাননে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রামে সিওই পরিদর্শনের জন্য আগমন করেন। উক্ত প্রতিনিধি দলকে জাহাজের পক্ষ হতে স্বাগত জানানো হয়। এ সময় বানৌজা সংগ্রাম জাহাজের সিওই কর্মকর্তা পরিদর্শনকারী দলকে সিওই সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রতিনিধি দলটি জাহাজের মোমোরেলভাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) এবং লেটার অব অ্যাসিস্ট্যান্স (এলওএ) অনুযায়ী জাহাজের সকল যন্ত্রের সচলতা নিরীক্ষা করে এবং জাহাজের সকল মেশিনারি সচল পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে।

বানৌজা সংগ্রাম-এর এক্সারসাইজ পিকার্ড মহড়ায় অংশগ্রহণ

ইউনিফিল, এমটিএফ এ নিয়োজিত গ্রিস, তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়ার জাহাজের সাথে বানৌজা সংগ্রাম ২৯ মার্চ ২০২২ পিরিয়ডিক ক্যাপাবিলিটিজ অ্যান্ড রেডিনেস ডে (এক্সারসাইজ পিকার্ড) এ অংশগ্রহণ করে। এই মহড়ায় গান

ফায়ারিং, মেইলব্যাগ ট্রান্সফার (রাস), ম্যানুভারিং, ফ্লাগ হোয়েস্ট ড্রিল, ফুসিং এক্সারসাইজসহ বিভিন্ন সিম্যানশিপ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মহড়ায় ৭৬ মিমি গান ফায়ারসহ তুরস্ক নৌবাহিনীর জাহাজ টিসিজি ইলদিরিম এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বানৌজা সংগ্রাম এর মধ্যে মেইলব্যাগ ট্রান্সফার (রাস) অনুষ্ঠিত হয়। মহড়াটি অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়। এতে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পেশাদারিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

লেবাননে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনা

বৈরুতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় লেবাননের জলসীমায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিযুক্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনী ১৭ জানুয়ারি ২০২২ 'বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পেইন' এ চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং ওষুধ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করে। বৈরুতের আল ক্ল্যাসিকো স্টেডিয়ামে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আল মোস্তাহিদুর রহমান, পিএসসি। লেবাননের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সংকটের কারণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পক্ষে ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যয় মেটানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পেইনটি সকল স্তরে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়। ৪ শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি এই ক্যাম্পেইন থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ গ্রহণ করে।

লেবাননে নিয়োজিত 'বানৌজা সংগ্রাম' এর পিরিয়ডিক ক্যাপাবিলিটিজ অ্যান্ড রেডিনেস ডে (এক্সারসাইজ পিকার্ড) এ অংশগ্রহণ



দক্ষিণ সুদানের মালাকালে রিভারাইন পেট্রোল গমনের পূর্বে কন্টিনজেন্ট কমান্ডার কর্তৃক ব্রিফিং প্রদান

সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রতিটি রিভারাইন পেট্রোল চলাকালীন সময়ে নদীপথে ব্যানএফএমইউ মেরিন ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করে।

ব্যানএফএমইউ সদস্যদের অপারেশন লাইফলাইন

অপারেশন লাইফলাইন-৫২ (লেগ-১) এর কনভয় মাঙ্গাল থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ যাত্রা শুরু করে ১২ ফেব্রুয়ারি ব্যানএফএমইউ মালাকালের ল্যান্ডিং সাইটে পৌঁছায়। এ ছাড়া ১১ মার্চ ২০২২ অপারেশন লাইফলাইন ৫২ (লেগ-২) এর কনভয় ব্যানএফএমইউ মালাকাল থেকে যাত্রা করে ২৬ মার্চ মাঙ্গালা বন্দরে পৌঁছায়। অপারেশন লাইফলাইন এর প্রতিটি লেগে ব্যানএফএমইউর সদস্যগণ ইউএন এর রসদ ও জ্বালানি সরবরাহকারী বার্জ কনভয়সমূহকে ৯৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথে সার্বক্ষণিক ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করে আসছে।

ইউএনমিস পুলিশ কমিশনার এর ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) পরিদর্শন

১৭ মার্চ ২০২২ ইউএনমিস পুলিশ কমিশনার ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) কন্টিনজেন্টে আগমন করেন। এ সময় কন্টিনজেন্টে অধিনায়ক তাঁকে স্বাগত জানান। পরবর্তীতে ইউনিটের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফ করা হয়। অতঃপর তিনি রিভারাইন অপারেশন পর্যবেক্ষণের জন্য এলপিসিযোগে হোয়াইট নেইল গমন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি ব্যানএফএমইউ এর অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রসংশা করেন।

সুদানে নৌ-কন্টিনজেন্টের রিভারাইন পেট্রোল

জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের বিভিন্ন সময় সুদানের ১৪টি স্থানে রিভারাইন পেট্রোল পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি পেট্রোলে ৩টি করে এলপিসি অংশ নিয়ে ৩৭৬ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এসব পেট্রোলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে আনমিসের (ইউনাইটেড নেশন মিশন ইন সাউথ সুদান) উপস্থিতি, এলাকা পরিচিতি, স্থানীয় জনসাধারণের গতিবিধি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ, কেএলই (কি লিডারশিপ এনগেজমেন্ট) এবং ইউএনপিলার সংস্থাসমূহের যাতায়াত

ইউএনমিস পুলিশ কমিশনার এর ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন



জুবা ও মালাকাল, দক্ষিণ সুদান

জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

১৭ মার্চ ২০২১ ব্যানএফএমইউ (জুবা ও মালাকাল) এ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযথ মর্যাদা, উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে নৌসদস্যদের ডাইনিং হলে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঘাঁটির সকল অফিসার ও নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ও স্ট্রিচি প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে ঘাঁটির মসজিদসমূহে বাদ জোহর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি কেন্দ্র করে দুপুরে নৌসদস্যদের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এছাড়া সূর্যাস্তের পর কন্টিনজেন্টের কোয়ার্টার ডেক, গার্ডরুম ও মেইন গেটে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। ইউনিফিল, লেবাননেও জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ ২০২২ ব্যানএফএমইউ-৭ (জুবা ও মালাকাল) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদার মধ্য দিয়ে পালন

করে। এই দিন বাদ ফজর শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া কন্টিনজেন্ট এরিয়া পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে ওআইসি ব্যানএফএমইউ-৭ (জুবা) সকালে নৌসদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে নৌসদস্যের ডাইনিং হলে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীতে সকল কর্মকর্তা ও নাবিকগণ অংশগ্রহণ করে। দিবসটিতে নৌসদস্যের ডাইনিং হলে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। এদিন সূর্যাস্তের পর কন্টিনজেন্টের কোয়ার্টারডেক, গার্ডরুম ও মেইন গেটে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। অনুরূপ কর্মসূচি ইউনিফিল, লেবাননেও উদ্‌যাপন করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন

৭ মার্চ ২০২২ উপলক্ষ্যে ব্যানএফএমইউ (জুবা ও মালাকালে) এ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদর্শন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে নৌসদস্যের ডাইনিং হলে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় ঘাঁটির সকল কর্মকর্তা ও নাবিক উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি কেন্দ্র করে বাদ জুমা শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া রাত ৯টা থেকে ৯টা ১ মিনিট পর্যন্ত শহীদদের স্মরণে প্রতীকী ব্লাক আউট পালন করা হয়। অনুরূপ কর্মসূচি ইউনিফিল লেবাননেও পালিত হয়।



চট্টগ্রাম বোট ক্লাবের ৮ম বার্ষিকী জেনারেল মিটিং এ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল

নৌপ্রধানের চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর

৪ মার্চ ২০২২ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর করেন। এ সময় তিনি চট্টগ্রাম বোট ক্লাবে অনুষ্ঠিত ৮ম বার্ষিকী জেনারেল মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন। ৫ মার্চ মেরিটাইম মিউজিয়াম এবং ৬ষ্ঠ তলাবিশিষ্ট এন কে এফ ভবন শুভ উদ্বোধন করেন।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বিদায় এবং দায়িত্ব হস্তান্তর

১৪ মার্চ ২০২২ কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক, ওএসপি, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি এর বিদায় উপলক্ষ্যে ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডে স্ট্যাটিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এই স্ট্যাটিক প্যারেডে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের অধীন সকল জাহাজ ও ঘাঁটির কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত সকল কর্মকর্তা নাবিক এবং অসামরিক

ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের

দায়িত্বভার রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি এর নিকট হস্তান্তর করেন। বিদায়ী কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সম্মানে ঘাঁটির হ্যাঙ্গারে

প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। নৌবাহিনীর ঐতিহ্য অনুযায়ী স্ট্রিট লাইনিং এর মাধ্যমে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলকে বিদায় জানানো হয়।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বিদায় উপলক্ষ্যে স্ট্যাটিক প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করেন রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক



কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের মতবিনিময় সভা

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ১৬ মার্চ ২০২২ খ্রীস্টাব্দে হ্যাঙ্গারে চট্টগ্রামের সকল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অধীন খাঁটি/ইউনিট এর সকল কর্মকর্তা ও খাঁটির জেসিওগণদের সাথে পৃথকভাবে মত বিনিময় করেন।

বিএনএ প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটদের এসএমডব্লিউটি পরিদর্শন

১৩ মার্চ ২০২২ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটদের (সেমিস্টার-২) একটি দল এসএমডব্লিউটি পরিদর্শন করেন। এখানে তাঁরা সিমুলেটরে ব্যাবহারিকভাবে জাহাজ চালানো থেকে শুরু করে কীভাবে প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা করতে হয়, সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে। এ সময় ক্যাডেটদের সাথে টার্ম কমান্ডার, ডিভিশনাল অফিসার এবং টার্ম টিউটরসহ অন্যান্য ইন্সট্রাক্টর উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা নৌঅঞ্চল

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল কর্তৃক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়

২০ মার্চ ২০২২ কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল তিতুমীর ব্যান্ডোয়েট হলে খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। উক্ত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল কর্মকর্তাদের ক্যারিয়ার গঠন, সঠিকভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়াদি নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন। পরবর্তীতে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল উপস্থিত কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ৩০ মার্চ ২০২২ খ্রীস্টাব্দে ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে সকল জেসিও এবং পিওদের সাথে মতবিনিময় করেন। এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত সকল জেসিও এবং পিও উপস্থিত ছিলেন।



খুলনা নৌঅঞ্চল পরিদর্শনকালে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রতিনিধি দল

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিনিধি দলের খুলনা নৌঅঞ্চল পরিদর্শন

১০ মার্চ ২০২২ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীসহ ৩১ জনের একটি প্রতিনিধি দল খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। এ সময় প্রতিনিধি দল খুলনা নৌঅঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনা ও জাহাজ/খাঁটি পরিদর্শন করেন। এছাড়া সফরকারী দলের সম্মানে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল এর আয়োজনে ডিনার পার্টির ব্যবস্থা করা হয়।

জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেলের খুলনা নৌঅঞ্চলে বক্তব্য প্রদান

২৪ মার্চ ২০২২ বানোজা তিতুমীরস্থ ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে খুলনা নৌঅঞ্চলের সর্বস্তরের নৌসদস্যদের উদ্দেশে অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, (শিক্ষা), বিসিজিএমএস, বিএন। অনুষ্ঠানে খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল জাহাজ ও খাঁটিসমূহের কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল সকলস্তরের নৌসদস্যদের নৌ-বিধিমালায় আলোকে যেকোনো জটিল পরিস্থিতিতে আইনি সহায়তা প্রদানের বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি চাকরিতে করণীয় ও বর্জনীয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।

বিএন ফ্লিট

কমান্ডার বিএন ফ্লিটের মতবিনিময়

কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি ৮ মার্চ ২০২২ বিএন ফ্লিটের সকল জেসিও ও পিও এবং ১০ মার্চ ২০২২ সকল কর্মকর্তাগণের সাথে বানোজা ইসা খান হ্যাঙ্গারে মতবিনিময় করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত সকল কর্মকর্তা, জেসিও ও পিওগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএমএ প্রশিক্ষণার্থীদের বিএন ফ্লিট পরিদর্শন

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ৮২, ৮৩, ৮৪ বিএমএ লং কোর্স, ৫৭ বিএমএ স্পেশাল কোর্স এবং ২৮ ও ৭৮তম ডিএসএসসি কোর্সের ২০ জন কর্মকর্তা, ২ জন বিদেশি প্রশিক্ষণার্থীসহ ২৮৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অফিসার ২৮ মার্চ ২০২২ বিএন ফ্লিট পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও ক্যাডেটদের বিএন ফ্লিটের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড এবং ক্যাপাবিলিটি সম্পর্কে কমান্ড মেসে

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ক্যাডেটগণ বিএন ফ্লিটের অধীন জাহাজসমূহ পরিদর্শন করেন





নৌবাহিনী প্রধান প্রথমবারের মত নেভাল এভিয়েশনের মেরিটাইম পেট্রোল এয়ার ক্রাফটযোগে এক্সারসাইজ সেফগার্ড ২০২১ এর মহড়া পরিদর্শন করেন

ব্রিফ প্রদান করা হয়। পরে ক্যাডেটগণ বানোজা সমুদ্র অভিযান, বানোজা বঙ্গবন্ধু, বানোজা স্বাধীনতা পরিদর্শন করেন।

নেভাল এভিয়েশন

এক্সারসাইজ সেফগার্ড ২০২১ উপলক্ষ্যে নৌবাহিনী প্রধানের হ্যাঙ্গার পরিদর্শন

৭ জানুয়ারি ২০২২ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনএইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১ উপলক্ষ্যে নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গারে আগমন করেন। পরবর্তীতে এমপিএ-৮৩২২ যোগে সমুদ্রে মহড়া এলাকায় এক্সারসাইজ সেফগার্ড-২০২১ এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জাহাজ ও সাবমেরিনের অধিনায়কদের সাথে যোগাযোগ করেন ও এক্সারসাইজ প্রত্যক্ষ করেন।

ফ্লাইট সেফটি মিটিং

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গারে ফ্লাইট সেফটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এই মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন কমডোর নেভাল এভিয়েশন। এ সময় সভাপতি এমপিএ ও হেলিকপ্টারের নিরাপদ উড্ডয়ন নিশ্চিতকল্পে বিশদ আলোচনা এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় কর্তব্যরত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত নেভাল এভিয়েশনে কর্মরত

সকল কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্মি এভিয়েশন গ্রুপের প্রতিনিধি দলের এমপিএ-৮৩২২ পরিদর্শন

২৬ জানুয়ারি ২০২২ আর্মি এভিয়েশন গ্রুপের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ হাসান ইমাম ফরাজী এর নেতৃত্বে ৮ সদস্যদের প্রতিনিধি দল নেভাল এভিয়েশনে নতুন সংযোজিত এমপিএ ৮৩২২ পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণকে বিএন এমপিএসমূহের অপারেশনাল সক্ষমতা সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়।

৬৭তম বিএন জেএসসি ক্লাসের কর্মকর্তাগণের নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন

৬৭তম বিএন জেএসসি ক্লাসের ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা, ৩ জন প্রশিক্ষক কর্মকর্তা ও ২ জন স্টাফ ২৭ ফেব্রুয়ারি নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শকালে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণকে নেভাল এভিয়েশনের প্রশিক্ষণ, অর্গানাইজেশন ও অপারেশনাল কর্মকাণ্ড ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়। পরিশেষে জেএসসি ক্লাসের কর্মকর্তাগণের জন্য এয়ার ক্রাফটসমূহের স্ট্যাটিক ডিসপ্লে প্রদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি

ক্যাডেট কলেজসমূহের বিএনএ পরিদর্শন

৮, ১৭ ও ১৯ নভেম্বর ২০২২ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ ও ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ এর প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ সময় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট এর পক্ষে স্বাগত জানানো হয়। পরবর্তীতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী ক্যাডেটগণ একাডেমির বিভিন্ন পয়েন্ট এবং মডেল রুম পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়।

ডিজিএফআই প্রতিনিধি দলের বিএনএ পরিদর্শন

১৮ নভেম্বর ২০২১ ডিজিএফআই এর ডাইরেক্টর ও তাঁর প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ সময় ডিজিএফআই এর ডাইরেক্টর ও তাঁর প্রতিনিধি দলকে কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি স্বাগত জানান। ডিজিএফআই ডাইরেক্টর বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরবর্তীতে ডিজিএফআই ডাইরেক্টরসহ সফরকারী প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ

নেভাল একাডেমির বিভিন্ন পয়েন্ট ও মডেল রুম পরিদর্শন করেন। এ সময় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়।

পিএসও এএফডি এর বিএনএ ও বঙ্গবন্ধু টানেল পরিদর্শন

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এএফডি এর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, এসডিপি, পিএসসি তার সফরসঙ্গীসহ বঙ্গবন্ধু টানেল এবং বিএনএ পরিদর্শন করেন। এ সময় কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ও বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট আবু মো. সাজ্জাদ হোসেন, (জি), বিএসপি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানান। পরবর্তীতে পিএসও এএফডি বঙ্গবন্ধু টানেল এর কার্যক্রম ও বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বিভিন্ন পয়েন্ট ও মডেল রুম পরিদর্শন করেন।

বিএনএ ক্যাডেটদের এসএমডব্লিউটি পরিদর্শন

১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির প্রশিক্ষণরত সেমিস্টার-৩ এর ক্যাডেটরা এসএমডব্লিউটি পরিদর্শন করেন। এ সময় ক্যাডেটদের সিমুলেটরের মাধ্যমে প্রতিকূল আবহাওয়ায় কীভাবে জাহাজ সমুদ্রে পরিচালনা করা হয় তার বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। এ সময় সেমিস্টার-৩ এর সকল ক্যাডেট ও ইন্সট্রাক্টরগণ ওই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ইউকে প্রতিনিধি দলের বিএনএ পরিদর্শন

৯ মার্চ ইউকে এর ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল বিএনএ আগমন করেন। পরবর্তীতে প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, রেডকিন পয়েন্ট এবং ওয়েস্ট পয়েন্টসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন। এ সময় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ডিরেক্টর জেএসটিআই এবং নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিনিধি দলকে একাডেমির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফ করেন।

ক্যাডেট কলেজের বিএনএ পরিদর্শন

মার্চ ২০২২ মাসের বিভিন্ন সময়ে মির্জাপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ এর প্রশিক্ষক ও ক্যাডেটরা বাংলাদেশ



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে সিডিবি গান পরিদর্শনকালে বানৌজা ঈসা খান গানারি স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীরা

নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ সময় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট এর পক্ষে তাদের স্বাগত জানানো হয়। পরবর্তীতে ক্যাডেট কলেজের প্রশিক্ষক ও ক্যাডেটরা বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বিভিন্ন পয়েন্ট এবং মডেল রুম ঘুরে দেখেন। এ সময় প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের বিএনএ পরিদর্শন

১২ মার্চ ২০২২ মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম ও তার পরিদর্শক দল বঙ্গবন্ধু টানেল এবং বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ সময় সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স), কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, চট্টগ্রাম পোর্ট চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্টসহ নৌবাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আইএসএসবি টিমের বিএনএ পরিদর্শন

২৮ মার্চ ২০২২ আইএসএসবির কমান্ড্যান্ট ও তার পরিদর্শক দল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করে। এ সময় তারা বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্টসহ সকল কর্মকর্তার সাথে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে পরিদর্শক দলটি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে দেখে এবং ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে।

বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটি

বানৌজা ঈসা খান অধিনায়কের বিদায় এবং দায়িত্ব হস্তান্তর

৭ মার্চ ২০২২ কমডোর আব্দুল্লাহ-আল-মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন এর বিদায় উপলক্ষ্যে ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডে স্ট্যাটিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এই স্ট্যাটিক প্যারেডে কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত ঘাঁটির সকল কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য

প্রদান করেন। পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘাঁটির অধিনায়কের দায়িত্ব কমডোর সৈয়দ সাইফ-উল ইসলাম, (ট্যাজ), বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন এর নিকট হস্তান্তর করেন। বিদায়ী অধিনায়কের সম্মানে ঘাঁটির হ্যাঙ্গারে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

বানৌজা ঈসা খান গানারি স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের বিএনএ পরিদর্শন

বানৌজা ঈসা খান গানারি স্কুলে প্রশিক্ষণরত এফসি-১ ও ৩ ক্লাসের প্রশিক্ষণার্থীরা ৭ ও ২১ মার্চ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির সিডিবি গান পরিদর্শন করেন। এ সময় ১ জন প্রশিক্ষকসহ প্রশিক্ষণার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে সিডিবি গান সম্পর্কে গানারি স্কুলের প্রশিক্ষক কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করা হয়।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটি পরিদর্শন

২২ মার্চ ২০২২ কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ঘাঁটির সার্বিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের মান সমুন্নত রাখতে সকলকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটি পরিদর্শন করেন



পরিচালক নৌ প্রশিক্ষণ এর লেকচার ও ট্রেনিং কমপ্লেক্স পরিদর্শন

ডাইরেক্টর অব নেভাল ট্রেনিং কমডোর মো. জয়নাল আবেদিন (এনডি), এনজিপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বানৌজা ঈসা খান-এর লেকচার ও ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং এর বিভিন্ন স্কুল ও মডেল রুম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির হ্যাঙ্গারে জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর সকল কর্মকর্তা এবং জেসিও, পিও প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে লিডারশিপ এর ওপর বক্তব্য প্রদান করেন।

ড্রাফটিং অথরিটি'র বক্তব্য প্রদান

২০ ফেব্রুয়ারি বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির হ্যাঙ্গারে জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর সকল কর্মকর্তা এবং জেসিও, পিও প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতিতে ড্রাফটিং অথরিটি কমডোর মো. নিজামুল হক, (ট্যাজ), এনজিপি, পিএসসি, বিএন লেকচার প্রদান করেন। লেকচারে তিনি নৌবাহিনীর চাকরি-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।

শারীরিক সুস্থতার ওপর আলোচনা

১৬ ফেব্রুয়ারি বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির হ্যাঙ্গারে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পিটি স্কুল শারীরিক সুস্থতার ওপর আলোচনা করেন। এই আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি শারীরিক সুস্থতার ওপর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। আলোচনা সভায় প্রধান



বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শনকালে ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের প্রশিক্ষক ও ক্যাডেটগণ

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধিনায়ক বানোজা ঈসা খান কমডোর আব্দুল্লাহ আল মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন।

বানোজা ঈসা খান অধিনায়ক কর্তৃক প্রশংসাপত্র প্রদান

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বানোজা ঈসা খান ঘাঁটির হ্যাঙ্গারে ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মনোনীত নাবিকদের মাঝে প্রশংসাপত্র প্রদান করেন অধিনায়ক বানোজা ঈসা খান কমডোর আব্দুল্লাহ আল মাকসুস, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। অনুষ্ঠানে কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত সকল কর্মকর্তা, জেসিও, পিও এবং নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনএ ক্যাডেটদের এনবিসিডি সিমুলেটর পরিদর্শন

ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত সেমিস্টার-২ ও ৩ এর ক্যাডেটরা বানোজা ঈসা খান এ অবস্থিত এনবিসিডি সিমুলেটর পরিদর্শন করেন। এ সময় ক্যাডেটগণ সিমুলেটরে মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপণ ও ড্যামেজ কন্ট্রোল কার্যক্রমে বাস্তবিকভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাহাজে বাস্তবিকভাবে আগুন অথবা ছিদ্র পরিলক্ষিত হলে জরুরি ভিত্তিতে কীভাবে তা নিরসন করতে হয় তার বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করা হয়।

এই প্রশিক্ষণে ক্যাডেটগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এ সময় সেমিস্টার-২ ও ৩ এর টার্ম কমান্ডার, ডিভিশনাল অফিসার এবং টার্ম টিউটরসহ অন্যান্য ইস্ট্রাক্টর উপস্থিত ছিলেন।

বানোজা শের-ই-বাংলা

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল এর পটুয়াখালীর 'বানোজা শের-ই-বাংলা' প্রকল্প পরিদর্শন

২১ মার্চ ২০২২ কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি পটুয়াখালীতে বানোজা শের-ই-বাংলা ঘাঁটির চলমান প্রকল্প কাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় চলমান প্রকল্প কাজের অগ্রগতির জন্য প্রকল্প কাজের সাথে নিয়োজিত সকলের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি ঘাঁটি কমিশনিং করার লক্ষ্যে যথাসময়ে ঘাঁটি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপন

১৬ জানুয়ারি ২০২২ বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির ৪৬তম কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে

দিনটিতে বাদ ফজর ঘাঁটিস্থ ও নাবিক কলোনি মসজিদ এবং এমইএস (নৌ) মজলিদে মিলাদ-মাহফিল ও বিশেষ দোয়া করা হয়। সকালে ঘাঁটিস্থ প্যারেড গ্রাউন্ডের দক্ষিণ পাশে একটি ছাগল ছদকাসহ বিশেষ মোনাজাত ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া দিনটি উপলক্ষ্যে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল এবং বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম এর চেয়ারম্যানের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল এবং বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম এর চেয়ারম্যান ৮ মার্চ ২০২২ বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটিতে আগমন করেন। ৯ মার্চ ২০২২ কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ঘাঁটিস্থ প্যারেড গ্রাউন্ডে স্ট্যাটিক প্যারেড পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে অসামান্য কৃতিত্ব ও ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অফিসার, নাবিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গের মাঝে প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন। এ সময় তিনি সকলের উদ্দেশে বিদায়ী বক্তব্য প্রদান করেন। পরে তিনি ঘাঁটির কনফারেন্স রুম কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করেন এবং ঘাঁটির সার্বিক কর্মকাণ্ড ও ট্রেনিং কার্যক্রমের ওপর ব্রিফ প্রদান করেন। এছাড়া ঘাঁটির প্রজেক্ট ওয়ার্কসমূহ পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। একই দিন চেয়ারম্যান বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম

এর বিদায় উপলক্ষ্যে ঘাঁটির বিএনএফডব্লিউএ কমপ্লেক্সে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঘাঁটির সকল কর্মকর্তা পত্নীগণ অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ এর বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর

১২ মার্চ ২০২২ ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ এর একাদশ শ্রেণির বার্ষিক শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে উপাধ্যক্ষ (পরিবারসহ), অ্যাডজুটেন্ট, অনুযদ সদস্য, এনসিও এবং কর্মচারীসহ মোট ৬৯ জনের একটি দল বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করে। সফরকালে ক্যাডেটগণ ঘাঁটির ট্রেনিং স্কুল, মডেল রুম, চেয়ার রুম, ওয়ার্কশপ, বোটপুল এবং পিকনিক স্পট এলাকা পরিদর্শন করে এবং ঘাঁটিসংলগ্ন লেকে বিভিন্ন ওয়াটারবর্ন অ্যাক্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর

৩০ মার্চ ২০২২ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিকস, টেলিকমিউনিকেশন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন অনুযদ সদস্য এবং ১৭৭ জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে একটি দল বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। সফরকালে তারা ঘাঁটির ট্রেনিং স্কুল, মডেল রুমসমূহ, চেয়ার রুম, ওয়ার্কশপ এবং পিকনিক স্পট এলাকা পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে দলটির জন্য ঘাঁটির সুইমিং স্পটে লেকক্রুজিং/ বোটক্রুজিং এর ব্যবস্থা করা হয়। পরিদর্শন শেষে প্রশিক্ষক ও ক্যাডেটগণ অপরাহ্নে ঘাঁটি ত্যাগ এবং ঘাঁটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেটদের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন

২০ জানুয়ারি ২০২২ ঘটিকায় ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ এর দ্বাদশ শ্রেণির বাৎসরিক শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে ৫৫ জন ক্যাডেট, কর্মকর্তা, অনুযদ সদস্য, এনসিও প্রশিক্ষক এবং কর্মচারীসহ মোট ৭৮ জনের একটি দল বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করে। সফরকালে ক্যাডেটগণ ঘাঁটিস্থ ট্রেনিং স্কুল, মডেল রুম, চেয়ার রুম, ওয়ার্কশপ, বোটপুল



সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক নৌঘাটি সোলাম এর বিভিন্ন প্রকল্প কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন

এবং পিকনিক স্পট এলাকা পরিদর্শন করে এবং ঘাঁটিসংলগ্ন লেকে বিভিন্ন ওয়াটারবর্ন অ্যান্ডিভিউজে অংশগ্রহণ করে।

খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড

দামেন শিপইয়ার্ড এর প্রতিনিধি দলের খুশিলি পরিদর্শন

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খুশিলিতে কোস্ট গার্ডের জন্য ৯টি পেট্রোল ক্রাফট নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য নেদারল্যান্ডের দামেন শিপইয়ার্ড এর একটি প্রতিনিধি দল খুশিলি পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে খুশিলি কনফারেন্স রুমে দামেন প্রতিনিধি কর্তৃক একটি প্রজেন্টেশন প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে খুশিলি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম সামছুল আজিজ, (এল), এনজিপি, পিএসসি, বিএনসহ সকল জিএম, ডিজিএম এবং সংশ্লিষ্ট ওআইসিগণ উপস্থিত ছিলেন।

নৌঘাটি সোলাম

সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) এর সোলাম পরিদর্শন

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনবিপি, এনইউপি, বিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি নৌঘাটি সোলাম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি ঘাঁটির নির্মাণাধীন গার্ডরুম, মেইন গেট ও মসজিদ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সকল উন্নয়নমূলক কাজসমূহ যথাসময়ে সমাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন। পরে তিনি ঘাঁটির অধিনায়কসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও নাবিকদেরকে ঘাঁটির সার্বিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল কর্তৃক সোলাম পরিদর্শন

৬ জানুয়ারি ২০২২ কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি নৌঘাটি সোলাম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ঘাঁটির নির্মাণাধীন গার্ডরুম, মেইন গেট ও মসজিদের জন্য নির্ধারিত স্থান,

নির্মাণাধীন ১০ তলা ট্রেনিং ব্লক ও প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সকল কর্মকর্তা ও নাবিকদের ঘাঁটির সার্বিক উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

বিএন ডকইয়ার্ড

সহকারী নৌপ্রধান (ম্যাটেরিয়াল) এর বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন

৩০ মার্চ ২০২২ সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়াল) রিয়ার এডমিরাল এম শফিউল আজম, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বিএন ডকইয়ার্ডের চলমান প্রজেক্টসমূহ, আইএফএফ সেন্টার পরিদর্শন করেন। এ সময় কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ডসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএন ডকইয়ার্ডে ৩৪তম কমিশনিং দিবস পালন

১ মার্চ ২০২২ বিএন ডকইয়ার্ডের কমিশনিং দিবস পালিত হয়। এদিন এতিমখানা ও মাদ্রাসায় ছদকা প্রদান করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে নৌসদস্যের ডাইনিং হলে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। পরে বাদ জোহর ফ্লোটিলা ও ডকইয়ার্ড মসজিদে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে ডকইয়ার্ড ও নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করা হয়।

বিএন ডকইয়ার্ড এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়াল) রিয়ার এডমিরাল এম শফিউল আজম





শহীদ শেখ কামাল ৪৫তম জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নৌবাহিনী

শহীদ শেখ কামাল ৪৫তম জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা

৬ জানুয়ারি ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শহীদ শেখ কামাল ৪৫তম জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা-২০২১ এ ২২টি স্বর্ণসহ মোট ৪৮টি পদক পেয়ে চ্যাম্পিয়ন

হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় মোট ৩৫টি দল অংশগ্রহণ করে। সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট নূর উদ্দিন চৌধুরী নয়ন, এমপি উপস্থিত থেকে

মহান স্বাধীনতা দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২২ এ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নৌবাহিনী



চূড়ান্ত খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রতিযোগিতায় ১১টি স্বর্ণ, ২০টি রৌপ্য ও ১১টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে সেনাবাহিনী রানার্স আপ এবং ৩টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ৬টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে বিমান বাহিনী ৩য় স্থান অধিকার করে।

মহান স্বাধীনতা দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা

১৪ মার্চ ২০২২ শহীদ নূর হোসেন জাতীয় ভলিবল স্টেডিয়াম মাঠে মহান স্বাধীনতা দিবস ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২২ এ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দলকে ৩-০ সেটের ব্যবধানে পরাজিত করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইউনুস প্রধান অতিথি থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং পরে বিজয়ী খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রতিযোগিতায় সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী এবং বাংলাদেশ পুলিশসহ মোট ৭টি দল অংশগ্রহণ করে।

বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২২

১০ মার্চ বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২২ এর

সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। ভলিবল প্রতিযোগিতায় কমান্ডার বিএন ফ্লিটের জাহাজসমূহ ৭টি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধিনায়ক বানৌজা প্রত্যা, ক্যাপ্টেন এস এম সুমন হায়দার, (সি), পিএসসি বিএন। প্রতিযোগিতায় বানৌজা কে জে আলী, বানৌজা খাদেম, বানৌজা অপরাভেজ, বানৌজা অদম্য এবং বানৌজা অতন্দ্র এর সমন্বয়ে গঠিত দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

নৌবাহিনী আন্তঃজাহাজ/ঘাঁটি ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২২ অনুষ্ঠিত

৩১ মার্চ ২০২২ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ‘আন্তঃজাহাজ/ঘাঁটি ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২২’ খুলনাস্থ নৌবাহিনী ঘাঁটি তিউমীর ভলিবল মাঠে সমাপ্ত হয়। এই প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ী খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয়

পদস্থ নৌ কর্মকর্তাগণ এবং বিপুল সংখ্যক নৌসদস্য উপস্থিত ছিলেন। খুলনাস্থ নৌবাহিনী ঘাঁটি তিতুমীরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২৪ মার্চ ২০২২ হতে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। রাউন্ড রবীন লীগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া দল ও কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট দলের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট দল ৩-১ সেটের ব্যবধানে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

বিএনএ ক্যাডেটদের বাল্কেটবল প্রতিযোগিতা

২৯ মার্চ ২০২২ বিএনএ ক্যাডেটদের বাল্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ফক্সল, মেইনটপ এবং কোয়ার্টার ডেক ডিভিশন অংশগ্রহণ করে। মেইনটপ ডিভিশন বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ সময় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির ট্রেনিং কমান্ডার প্রধান অতিথি থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী ভলিবল প্রতিযোগিতা

৩১ মার্চ ২০২২ বাংলাদেশ নৌবাহিনী ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২২ বানোজা তিতুমীর ভলিবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃউপ বাল্কেটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ক্যাডেটগণ

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২৪ মার্চ ২০২২ এ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। রাউন্ড রবীন লীগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতার

সমাপনী দিনে কমখুল দল ও কমফ্লোট ওয়েস্ট দলের মধ্যে চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় কমফ্লোট ওয়েস্ট দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সমাপনী দিনে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি,

পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি থেকে চূড়ান্ত খেলা উপভোগ করেন এবং চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে খুলনা নৌঅঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিএসডি কাপ ভলিবল প্রতিযোগিতা

৯ মার্চ ২০২২ বিএন ডকইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনায় ডকইয়ার্ড ফুটবল গ্রাউন্ডে সিএসডি কাপ ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত দিনে টারবাইন ডাইনামাইটস (টিডি) ও ডাইনামিক (পিএলসি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ডাইনামিক (পিএলসি) বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কমডোর সুপারিনটেন্ডেন্ট ডকইয়ার্ড উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ী ও রানার আপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কমখুল কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৬-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বানোজা তিতুমীর এর তত্ত্বাবধানে 'কমখুল কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২২' অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় সর্বমোট চারটি দল অংশগ্রহণ করে। দলগুলো হচ্ছে বানোজা তিতুমীর, মোংলা, সোলাম ও নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়।

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী ভলিবল প্রতিযোগিতায় কমফ্লোট ওয়েস্ট দল





শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ শিক্ষার্থীদের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে রাউন্ড রবীন লিগ পদ্ধতিতে খেলা হয়। বানোজা তিতুমীর এবং নৌঘাটি সোলাম ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে। নৌঘাটি সোলাম ১-০ ব্যবধানে বানোজা তিতুমীরকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে ক্যাপ্টেন মোস্তফা কামাল নাসের, (এনডি), পিএসসি, বিএন উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ী ও রানার্স আপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

সকল নৌঅঞ্চলের বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২১ ফেব্রুয়ারি ‘শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২’ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগভীরতার সাথে উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয় প্রভাতফেরি, শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, চিত্রাঙ্কন, রচনা, সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিগণ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সকলস্তরের

কর্মকর্তাবৃন্দ, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসের শুরুতে স্ব-স্ব স্কুলের প্রধান অতিথি ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ, বিশেষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিষ্ঠান আশার আলো, নৌপরিবার শিশু নিকেতন, নেভি অ্যাংকরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী এবং বিএনসিসি, সি স্কাউটস ও রোভার স্কাউট এর সদস্যবৃন্দ শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে প্রত্যেক স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান। এতে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন, ‘৫২ এর ভাষা আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগ’ ‘৬৬ এর ছয় দফা, গণঅভ্যুত্থান, ‘৭০ এর নির্বাচন ইত্যাদির ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ঘটনাবলির আলোকে বিভিন্ন গান, কবিতা, নৃত্য আর পুঁথিপাঠ তুলে ধরা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে কলেজ অধ্যক্ষগণ ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। পরিশেষে ‘শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম-এ পিঠা উৎসব

বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয় পিঠা উৎসব। বছরের প্রথম দিনটিকে রাঙিয়ে রাখতে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় এ উৎসব।

পিঠা উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক, ওএসপি, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি। এছাড়া চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি পিঠা উৎসব আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

পিঠা উৎসব ঘিরে আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ গান, কবিতা ও



কৌতুক পরিবেশনের মধ্য দিয়ে পিঠা উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। পরে র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

১৭ মার্চ ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএন কলেজ, ঢাকায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয় রচনা প্রতিযোগিতা এবং বিশেষ দোয়া, বঙ্গবন্ধুর জীবনীর ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুরূপ কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর উদ্যোগেও পালন করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন

৭ মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক দিন। ইউনেস্কোর অন্যতম সংস্থা ‘মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড’ এর তালিকায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণটি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। দিনটি উপলক্ষ্যে বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজসমূহে রচনা, ছড়া পাঠ, কবিতা আবৃত্তি, নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর জীবনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র ও তাঁর ৭ মার্চ দেওয়া সেই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদর্শন এবং আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা পর্বে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। পরে অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থীর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় দেশাত্ববোধক গান এবং আবৃত্তি পরিবেশিত হয়।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুরূপ কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর উদ্যোগেও উদ্‌যাপন করা হয়।



মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনা

গণহত্যা দিবস পালন

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএন কলেজ ঢাকা কর্তৃক ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন করা হয়। দিনটি উপলক্ষ্যে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, দোয়া এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন এম ইসহাক, বিএন (অব.) উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত, তরজমা এবং বীর শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। পরে ২৫ মার্চের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদানের কথা তুলে ধরেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের কথায় মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানার মাধ্যমে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে অধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীর শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এই দিনটির ভয়াবহতার কথা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের সত্যিকারে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার আহ্বান

জানান। অনুরূপ কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর উদ্যোগে পালিত হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা কর্তৃক মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিনটি উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন, রচনা, জাতীয় সংগীত, নির্ধারিত বক্তব্য, কুইজ, বিতর্ক ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ‘আমাদের বঙ্গবন্ধু’ এবং ‘বিশ্ববন্ধু বঙ্গবন্ধু’ শিরোনামে দুটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রামাণ্যচিত্র দুটিতে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতির পিতা কীভাবে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য একতাবদ্ধ করেছিলেন, প্রতিরক্ষাবাহিনী গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর অবদান, যুদ্ধবিক্ষণ্ড একটি দেশ থেকে কীভাবে জাতির পিতা স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হতে যাচ্ছে সেসব উন্নয়নের পরিক্রমা এবং সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি আধুনিকায়নের পরিকল্পনার জন্য বর্তমান সরকার এর ভূমিকা ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। এ সময় অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদানের কথা

তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন এবং দিবসটির তাৎপর্য ও পটভূমি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানটি কেন্দ্র করে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুরূপ কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর উদ্যোগেও উদ্‌যাপন করা হয়।

সায়েন্স ফেস্টিভাল-২০২১ এ বিএন কলেজ ঢাকার সাফল্য

বিজ্ঞানমনস্ক চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে খুদে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে নটর ডেম কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় ‘নটর ডেম সায়েন্স ফেস্টিভাল-২০২১’। নটর ডেম বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্যোগে ১০ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ চার দিনব্যাপী এই বিজ্ঞানমেলা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প, দেয়ালিকা, রচনা, অলিম্পিয়াড, আইকিউ টেস্ট, ক্রসওয়ার্ড, উপস্থাপনা, উপস্থিত বক্তৃতা, রবিস্ক কিউব সলভিং, রোবট কম্পিটিশন, স্বতৈরিকৃত গাড়ি প্রতিযোগিতা, ওয়েব পেজ ডিজাইনিং এবং আরও অনেক চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় সেগমেন্টে অংশগ্রহণ করে। এই বিজ্ঞানমেলায় ‘ওয়ান মিনিট ভিডিওগ্রাফি’ ইভেন্ট এ বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ইব্রাহিম খান ১ম স্থান হওয়ার গৌরব অর্জন করে।



বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

বানোপক সংঘের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ১২ মার্চ ২০২২ বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ঢাকার নাবিক কলোনিসংলগ্ন শহীদ মোয়াজ্জম হলে বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা, সিজিএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটি, সিজিএফডব্লিউএ ঢাকা, সিজি লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং নির্বাচিত নাবিক পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বানোজা শেখ মুজিব বেলম্যান হাঙ্গারে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘স্বর্ণালী আলোকচ্ছটা’ এবং মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি কেক কাটওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয়

কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা ও কোস্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঢাকা নৌঅঞ্চলে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন ও তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাবৃন্দ, মনোনীত কমান্ডার ও তদনিন্ম পদবির কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মনোনীত জেসিও ও তদনিন্ম পদবির নাবিকগণ পত্নীসহকারে উপস্থিত

ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাইয়েও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়।

ইনডোর গেমস-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন

১০ জানুয়ারি ২০২২ মিরপুর ১৪ নাবিক আবাসিক এলাকাসংলগ্ন শহীদ মোয়াজ্জম হল চত্বরে বাংলাদেশ

নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার উদ্যোগে ইনডোর গেমস-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। এছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা কর্তৃক আয়োজিত ইনডোর গেমস ২০২২ এর শুভ উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ





নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

সদস্যবৃন্দ, বানৌপক সংঘ ঢাকা, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা, সিজিএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটি, সিজিএফডব্লিউএ ঢাকা ও সিজি লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কর্মীদের ও তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাদের পত্নীগণ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাবিক পত্নী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শীতবস্ত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠান

১০ জানুয়ারি ২০২২ মিরপুর ১৪ নাবিক আবাসিক এলাকাসংলগ্ন শহীদ মোয়াজ্জম হল চত্বরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখা কর্তৃক শীতবস্ত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। দুস্থ ও শীতাত্তদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রধান অতিথি কর্তৃক সর্বমোট ৭০০টি কম্বল ও ৩৯৪টি উইন্টার জ্যাকেট কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল এর প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

পিঠা উৎসব-১৪২৮

৪ মার্চ ২০২২ বানৌজা শেখ মুজিব বেলম্যান হাঙ্গার-এ বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় 'পিঠা উৎসব ১৪২৮' আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত সকল কর্মকর্তাবৃন্দ সপরিবারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পিঠা উৎসব উপলক্ষ্যে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা কর্তৃক একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সাজসজ্জার মাধ্যমে আয়োজিত পিঠা উৎসবে বিএন লেডিস ক্লাবের

সদস্যদের অংশগ্রহণে পিঠা প্রতিযোগিতা ও বিএন চিলড্রেন ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নৌবাহিনী প্রধান ও প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ পিঠা উৎসবের সার্বিক আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুরূপ কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলেও উদ্‌যাপন করা হয়।

ইনডোর গেমস-২০২২ উদ্বোধন ও বসন্তবরণ উৎসব

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম এর সার্বিক সহযোগিতায় ইনডোর গেমস-২০২২ উদ্বোধন ও বসন্তবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম, বেগম মেহজাবীন হক। এছাড়া চেয়ারম্যান বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম, বেগম শারমিন এরশাদ, বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম এর কার্যনির্বাহী সদস্যগণ, আমন্ত্রিত অতিথিগণসহ চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তাগণের পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উদ্‌যাপন

৭ মার্চ ২০২২ পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আবৃত্তি, ছড়া পাঠ, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় পিঠা উৎসব অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান ও প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ





বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সংঘের চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির

চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা এর অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাইয়েও দিবসটি পালিত হয়।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস ২০২২ পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধ বানান, হাতের লেখা এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুরূপ কর্মসূচি চট্টগ্রাম, খুলনা, মোংলা ও কাপ্তাই শিশু নিকেতন স্কুলের উদ্যোগেও পালিত হয়।

জাতির পিতার ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

১৭ মার্চ ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০২তম

জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদ্‌যাপিত হয়। বাঙালি জাতিসত্তা ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অভিন্ন সত্তা। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখা কর্তৃক পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা এর ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা, প্রামাণ্যচিত্র

প্রদর্শন, রচনা প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখা চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের অধ্যক্ষ, শিক্ষক

এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তা পরিবারের সন্তানদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম কাজী রেহানা শারমিন উপস্থিত ছিলেন। কুইজ প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ৫২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পরে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুরূপ কর্মসূচি চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাইয়েও উদ্‌যাপন করা হয়।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সংগীত পরিবেশন, কুইজ, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকার অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা কর্তৃক পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের উদ্যোগে জাতির পিতার ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন





চট্টগ্রাম বোট ক্লাবে ঝিনুক শপের নতুন শাখার শুভ উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এদিন বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা কর্তৃক মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তা পরিবারের সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম কাজী রেহানা শার্মিন উপস্থিত ছিলেন। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। অনুরূপ কর্মসূচি চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই এর উদ্যোগেও উদযাপন করা হয়।

চট্টগ্রাম বোট ক্লাবে ঝিনুক শপের নতুন শাখার শুভ উদ্বোধন

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ চট্টগ্রাম বোট ক্লাবে বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত ঝিনুক শপের নতুন শাখার শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পত্নীগণ, বিএনএফডব্লিউএ ও বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

গণহত্যা দিবস পালন

২৫ মার্চ ২০২২ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ কর্তৃক পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা কর্তৃক নোঙর ভবন অডিটোরিয়ামে গণহত্যার স্মৃতিচারণা ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন মো. ইসহাক (অবসরপ্রাপ্ত)।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও কর্মকাণ্ড বিষয়ে স্মৃতিচারণা করেন। এই আলোচনা সভায় বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা এর অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুরূপ কর্মসূচি চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই শিশু নিকেতন স্কুলেও উদযাপন করা হয়।

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা আয়োজিত অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল



ইয়োগা-বিষয়ক আলোচনা ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বসন্তবরণ, ইয়োগা-বিষয়ক আলোচনা ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তাদের পত্নীগণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনকারী চিলড্রেন ক্লাবের সদস্য এবং ইয়োগা প্রশিক্ষকসহ সর্বমোট ১২০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার শীতবস্ত্র বিতরণ

১১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে কল্যাণমূলক কর্মসূচির আওতায় দুস্থ ও শীতাত্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম মেহজবীন হক। এছাড়া চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের পত্নীগণ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সকল



বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখা আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে শাখার চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

সদস্যগণ উপস্থিত থেকে দুধ ও শীতাত মানুষের মাঝে কক্ষল বিতরণ করেন।

এছাড়া ৬ জানুয়ারি ২০২২ বানৌপক সংঘ কাস্তাই উপশাখার ডেপুটি চেয়ারম্যান, ডা. মার্শরুফা তাহের এর উপস্থিতিতে ঘাঁটিস্থ পিকনিক স্পট মাঠে নিম্ন আয়ের শ্রমিক এবং রাঙামাটির বিভিন্ন এলাকার দুধ পরিবারের মাঝে কক্ষল বিতরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন এবং ইনডোর গেমস এর সমাপনী অনুষ্ঠান

৮ মার্চ ২০২২ বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন এবং ইনডোর গেমস-২০২২ এর সমাপনী অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক। বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২২ উপলক্ষে নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে জয়িতা ব্যানার্জী (টেন মিনিট স্কুল এর ফ্রিল্যান্সিং ইন্সট্রাক্টর, ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্সট্রাক্টর, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর) কর্তৃক ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। আলোচনায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তা-পত্নীগণ অংশগ্রহণ করেন।

পরে ইনডোর গেমস-২০২২ এর বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনা ও মোংলা শাখায় শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ

১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ খুলনা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনা ও নৌপরিবার শিশু নিকেতন

মোংলা স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনা ও নৌপরিবার শিশু নিকেতন মোংলা স্কুলের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করেন।

খুলনা অঞ্চলে শীতবস্ত্র বিতরণ

১৬ জানুয়ারি ২০২২ শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ

নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ খুলনা শাখার উদ্যোগে খুলনা ও মোংলা অঞ্চলে দুধ ও শীতাতদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান বিএনএফডব্লিউএ খুলনা কর্তৃক বানৌজা তিতুমীর, সোলাম ও বানৌজা মোংলার অধিনায়কের নিকট কক্ষল হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ খুলনা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা ২০২২ এর উদ্বোধন

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে বাৎসরিক ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা ২০২২ বিএনএফডব্লিউএ কমপ্লেক্স ভবন, নাবিক আবাসিক এলাকা-২ এ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নাবিক পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিশু স্বাস্থ্য, হাম্‌দ-নাত ও কিরাত প্রতিযোগিতা ২০২২

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে শিশু স্বাস্থ্য,

নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করেন স্ব-স্ব স্কুলের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ



হাম্দ-নাত ও কিরাত প্রতিযোগিতা
২০২২ আয়োজন করা হয়।
প্রতিযোগিতার শুরুতে শিশু স্বাস্থ্য
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের
বয়সভিত্তিক তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে
স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ১ম, ২য় ও ৩য়
স্থান নির্ধারণ করা হয়। এরপর নাবিক
পরিবারের সন্তানদের অংশগ্রহণে
হাম্দ-নাত ও কিরাত প্রতিযোগিতায়
১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করা হয়।
এই প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার
চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক।

শিশু স্বাস্থ্য, হাম্দ-নাত, কিরাত এবং ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে
বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার
উদ্যোগে শিশু স্বাস্থ্য, হাম্দ-নাত,
কিরাত এবং ইনডোর গেমস
প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার
বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার
চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক প্রধান
অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে
প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে
পুরস্কার বিতরণ করেন। এছাড়াও
বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার
কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা
উপস্থিত ছিলেন।

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা কর্তৃক সাধারণ সভার আয়োজন

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বিএনএফডব্লিউএ
চট্টগ্রাম শাখা কর্তৃক সাধারণ সভা
বিএনএফডব্লিউএ কনফারেন্স রুমে
অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংঘের চেয়ারম্যান
বেগম মেহজাবীন হক সভাপতিত্ব
করেন। সভায় বিএনএফডব্লিউএ
চট্টগ্রাম শাখা কর্তৃক পরিচালিত বিপণন
কেন্দ্র বিনুক শপের শাখাসমূহের জন্য
হস্তশিল্প-সামগ্রীর পণ্য ক্রয়, তৈরি,
প্রদর্শনী, বিক্রয় এবং ভবিষ্যৎ
কার্যক্রম-সংক্রান্ত আলোচনা হয়।

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান এর বিদায় সংবর্ধনা

১৪ মার্চ ২০২২ বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম
অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী
পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখার
চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক এর
বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন
করা হয়। অনুষ্ঠানে শাখার নবাগত
চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা, চট্টগ্রাম



বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সংঘের চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির

নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের
পত্নীগণ, বিএনএফডব্লিউএ ও বিএন
লেডিস ক্লাব চট্টগ্রামের কার্যনির্বাহী
কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং চট্টগ্রাম
নৌঅঞ্চলের নির্ধারিত নাবিক পত্নীগণ
উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিদায়ী
চেয়ারম্যান এর সম্মানে মনোজ্ঞ
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
হয়।

বিএনএফডব্লিউএ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট বেগম শবনম আহমেদ এর আশার আলো স্কুল পরিদর্শন

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বাংলাদেশ
নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের
সাবেক প্রেসিডেন্ট বেগম শবনম
আহমেদ আশার আলো স্কুল পরিদর্শন
করেন। পরিদর্শনকালে
বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার
চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক ও
আশার আলো স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
তাকে অভ্যর্থনা জানান। সাবেক
প্রেসিডেন্ট আশার আলো স্কুলের
বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। এ
সময় আশার আলো স্কুলের ভারপ্রাপ্ত
অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড
সম্পর্কে অবহিত করেন। পরবর্তীতে
তিনি আশার আলো স্কুলের কল্যাণ ও
উন্নয়নে একটি চেক হস্তান্তর করেন।

নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২২

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বাংলাদেশ
নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা
শাখা কর্তৃক পরিচালিত নৌপরিবার
শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলে বাৎসরিক
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২২ এর পুরস্কার
বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার
কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান
বেগম ফারজানা কবির প্রধান অতিথি
হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের
মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এছাড়া
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও বাংলাদেশ
নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের
কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিএনএফডব্লিউএ খুলনা শাখার বাৎসরিক ইনডোর গেমস-২০২২ উদ্বোধন

৩ মার্চ ২০২২ বাংলাদেশ নৌবাহিনী
পরিবার কল্যাণ সংঘ খুলনা শাখার
উদ্যোগে বাৎসরিক ইনডোর
গেমস-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত
হয়। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ খুলনা
শাখার চেয়ারম্যান বেগম লুবনা

আনোয়ার প্রধান অতিথি এবং
বিএনএফডব্লিউএ খুলনার কার্যনির্বাহী
কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অবসর গমনকারী ২ জন কর্মকর্তা পত্নীকে নৌবাহিনী প্রধানের প্রশংসাপত্র হস্তান্তর

২৯ মার্চ ২০২২ বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা
শাখার হলরুমে নৌবাহিনী প্রধান এর
প্রশংসাপত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা
শাখার চেয়ারম্যান বেগম কাজী রেহানা
শার্মিন এবং বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা
শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ
উপস্থিত ছিলেন। বিদায় সংবর্ধনা
অনুষ্ঠানে অবসরে গমনকারী ২ জন
কর্মকর্তা পত্নীকে নৌবাহিনী প্রধানের
প্রশংসাপত্র হস্তান্তর করেন চেয়ারম্যান
বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা।



ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের রণতরীগুলো পরস্পরের দৃষ্টিসীমায় না এসেই যুদ্ধ করার যে নতুন কৌশল গ্রহণ করেছিল, তা ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধে এসে নতুন মাত্রা পায়। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে দুই দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে সংঘটিত দ্বিতীয় বৃহত্তম লড়াই এটি। এছাড়া কোরাল সাগর ও মিদওয়ে যুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্যাসিফিক থিয়েটারের তৃতীয় যুদ্ধ এটি, যেখানে দুই দেশের বিমানবাহী রণতরীগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধ ব্যাটল অব স্টুয়ার্ট আইল্যান্ডস হিসেবেও পরিচিত। আর জাপানিরা একে বলে সেকেন্ড ব্যাটল অব দ্য সলোমন সি। ১৯৪২ সালের ২৪ ও ২৫ আগস্ট সংঘটিত হয় এই যুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান অধিকৃত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোকে ক্রমান্বয়ে মুক্ত করার সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে মিত্রবাহিনী। এজন্য সলোমন আইল্যান্ড ক্যাম্পেইন ও গুয়াডালক্যানেল ক্যাম্পেইন নামে কাছাকাছি সময়ে দুটি বড় ধরনের আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে তারা। ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধটি আসলে গুয়াডালক্যানেল ক্যাম্পেইনেরই একটা অংশ। ছয় মাসব্যাপী গুয়াডালক্যানেল ক্যাম্পেইনে তিনটি স্থলযুদ্ধ ছাড়াও সাতটি বড় ধরনের নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এছাড়া প্রায় প্রতিদিনই আকাশপথে একে অপরের ওপর হামলা পরিচালনা করত দুই পক্ষ।

শক্তিমত্তা

ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ছিলেন এডমিরাল ফ্র্যাংক জ্যাক ফ্লেচার ও থমাস কিনকিড। তাদের বাহিনীতে ছিল দুটি ফ্লিট ক্যারিয়ার ও ১৭৬টি এয়ারক্রাফট। সেগুলোর নিরাপত্তার জন্য ছিল একটি ব্যাটলশিপ, তিনটি হেভি ক্রুজার, একটি লাইট ক্রুজার ও ১১টি ডেস্ট্রয়ার।

অন্যদিকে জাপানিদের নেতৃত্বে ছিলেন এডমিরাল চুইচি নাগুমো, নাবুতাকে কন্দো, হিরোয়াকি আবে, চুইচি হারা ও গুনিচি মিকাওয়া। তাদের ফ্লিটে ছিল দুটি ফ্লিট ক্যারিয়ার, একটি লাইট ক্যারিয়ার এবং একটি সিনপেন টেন্ডার। অর্থাৎ ছোট-বড় মিলিয়ে চারটি বিমানবাহী রণতরী ছিল জাপানিদের বহরে। বিমানের সংখ্যা ছিল ১৭১-১৭৭টি। আগের দুটি যুদ্ধে জাপানিদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছিল। এ কারণে ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধে তাদের রণতরীভিত্তিক যুদ্ধবিমানের সংখ্যা ছিল আগের দুই যুদ্ধের তুলনায় অনেক কম। জাপানিদের এই নৌবহরকে নিরাপত্তা দিতে সাথে ছিল তিনটি ব্যাটলশিপ, ১৩টি হেভি ক্রুজার, তিনটি লাইট ক্রুজার ও ৩০টি ডেস্ট্রয়ার। যুদ্ধে জাপানিদের মূল উদ্দেশ্য ছিল গুয়াডালক্যানেল সৈন্য নামানো। এজন্য সাথে করে চারটি প্যাট্রোল বোট ও তিনটি ছোট ট্রান্সপোর্ট শিপ নিয়ে গিয়েছিল তারা।

উল্লেখ্য, ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধটি ছিল এডমিরাল চুইচি নাগুমো ও এডমিরাল ফ্লেচারের মধ্যকার দ্বিতীয় লড়াই। এর আগে মিদওয়ে যুদ্ধে তারা লড়াই

করেছিলেন। সেই যুদ্ধে কৌশলগত জয় হয়েছিল ফ্লেচারের।

পটভূমি

১৯৪২ সালের ৭ আগস্ট ইউএস মেরিন সেনারা গুয়াডালক্যানাল, তুলাগি ও ফ্লোরিডা দ্বীপে অবতরণ করে। এসব দ্বীপে থাকা জাপানি বিমানঘাঁটিগুলো স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রেলিয়া থেকে যে পথে মিত্রবাহিনীর রসদ সরবরাহ হতো, সেই রুটের ওপর হামলা চালানো। এসব বিমানঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেওয়ার লক্ষ্যে শুরু হয় গুয়াডালক্যানেল ক্যাম্পেইন।

এই ক্যাম্পেইন শুরুর মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানিদের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি রাবাউল দ্বীপকে ঘিরে ফেলা সম্ভব হয়, যা পরবর্তী সময়ে নিউগুয়েনা ক্যাম্পেইনে মিত্রবাহিনীকে সাপোর্ট দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন বিমানবাহী রণতরীর সহায়তায় সেখানে প্রায় বাধাহীনভাবে অবতরণ করে মার্কিন মেরিন সেনারা। তারপর ক্যারিয়ার টাস্কফোর্স পার্ল হারবারে প্রত্যাবর্তনের প্রথম রাতেই ঘটে বিপত্তি। রাবাউল দ্বীপে সেনা অবতরণের পর

প্রয়োজনীয় রসদ জাহাজ থেকে খালাস করা তখনো শেষ হয়নি। তার আগেই ৮-৯ আগস্ট রাতে স্যাভো আইল্যান্ডে জাপানিদের ভয়াবহ অতর্কিত হামলার সম্মুখীন হয় মিত্রবাহিনী। এডমিরাল গুনিচি মিকাওয়া রাতের অন্ধকারে শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেন। কিন্তু পরদিন সকালেই মার্কিন ক্যারিয়ার স্টাইক গ্রুপের পাল্টা হামলার ভয়ে সাগ্রাই জাহাজগুলোকে ধ্বংস না করেই পিছু হটেন মিকাওয়া।

সেই ঘটনার কয়েক দিনের মাথায় জাপানিরা আবারও হামলা চালায়। ততদিনে মার্কিন বাহিনী গুয়াডালক্যানেল দ্বীপের পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটি সংস্কার করে বিমান উড্ডয়ন-অবতরণের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। হেভারসন ফিল্ড নামে পরিচিত এই ঘাঁটি পুরো গুয়াডালক্যানেল যুদ্ধের মূলকেন্দ্র ছিল। জাপানিরা বারবার এই ঘাঁটিতে হামলা করে সেটি ধ্বংস ও পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা চালায়। মার্কিনরাও এই ঘাঁটি থেকে জাপানিদের ওপর একাধিক সফল মিশন পরিচালনা করে।

জাপানি নেভাল ফোর্সের প্রধান এডমিরাল ইসোরোকু ইয়ামামোতো গুয়াডালক্যানেল পুনর্দখল করতে ‘অপারেশন কা’ পরিচালনার পরিকল্পনা করেন। পার্ল হারবার আক্রমণ ও মিডওয়ে যুদ্ধে যেসব মার্কিন ক্যারিয়ার ধ্বংসের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, সেগুলোই এখন পূর্ব সলোমন সাগর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এবার এসব ক্যারিয়ারকে ধ্বংসের জন্য তিনি বিশাল এক নৌবহর পাঠান। তারা পৌঁছানোর আগেই ১৯৪২ সালের ১৬ আগস্ট রাবাউল থেকে ১ হাজার ৪১১ জন সৈনিকের একটি জাপানি বাহিনী গুয়াডালক্যানেলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এদের পাহারা দিচ্ছিল রিয়ার এডমিরাল রাইজু তানাকার নৌবহর। এই বহরে ছিল একটি লাইট ক্রুজার, আটটি ডেস্ট্রয়ার ও চারটি প্যাট্রোল বোট। কিন্তু সেগুলো এই অপারেশনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এজন্য ইয়ামামোতো তানাকাকে সাহায্যার্থে এডমিরাল মিকাওয়ার নেতৃত্বে চারটি হেভি ক্রুজারসহ সহায়ক বাহিনী পাঠান। উল্লেখ্য, এই প্যাট্রোল বোটগুলো ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো অ্যাফ্রিবিয়াস ল্যান্ডিং শিপ ছিল না, যা পরবর্তী সময়ে ভুল কৌশল হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

২৪ আগস্ট সেনাদের অবতরণের পরিকল্পনা ছিল এডমিরাল তানাকার। এ কাজে সহায়তার জন্য মিকাওয়া ২৩ তারিখ রাতে তার বিমানগুলো ব্যবহার করে হেভারসন ফিল্ডে একদফা বিমান হামলা চালিয়েই দ্রুত উত্তর দিকে পিছু হটেন। ইয়ামামোতো যে তার নৌবহরকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছেন, সেটা জানতেন তিনি। এই বিমান হামলার ফলে মার্কিন ক্যারিয়ার টাস্কফোর্স এবার তাকে খুঁজতে আসবে। আর তখন হামলা চালাবে এডমিরাল নাগুমোর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার।

এবারও ইয়ামামোতোর পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে নিখুঁত মনে হলেও বাস্তবে তা কাজে আসেনি। পরদিন সকালে মার্কিন গোয়েন্দা বিমানগুলো মিকাওয়ার বহরকে খুঁজে না পাওয়ায় এডমিরাল ফ্লেচার আর অদৃশ্য শত্রুর পেছনে ধাওয়া করেনি।

২১ আগস্ট তুর্ক আইল্যান্ড থেকে মূল জাপানি নৌবহর রওনা দিয়েছিল। তবে মিকাওয়ার ওপর হামলা না হওয়ার খবর পেয়ে ইয়ামামোতোর পরিকল্পনাটিকে

নতুন করে সাজান এডমিরাল চুইচি নাগুমো। নিজেদের বিরাট নৌবহরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন তিনি। এর কারণ হলো, কারও ওপর হামলা হলে সহজেই মার্কিন নৌবহরের অবস্থান অনুমান করা যাবে। সেক্ষেত্রে সমস্ত শক্তি দিয়ে একবারে হামলা করবে জাপানি বিমানবাহী রণতরীগুলো।

২৩ আগস্ট সকাল দশটায় এডমিরাল তানাকার নৌবহরকে শনাক্ত করে মার্কিন নৌবাহিনীর একটি পিবিওয়াই ক্যাটালিনা বিমান। এডমিরাল নিজেও বিমানটিকে দেখতে পান। আক্রমণ আসন্ন ভেবে তিনি গুয়াডালক্যানেলের উত্তরে মিকাওয়ার পথ ধরে পালিয়ে যান। এর কয়েক ঘণ্টা পর এডমিরাল ফ্লেচার আক্রমণ করার জন্য বিমানবহর পাঠিয়ে বোকা বনে যান। তানাকার বহর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। যেহেতু সেনাবহনকারী ল্যান্ডিং ফোর্স দেখা গেছে, তার মানে মূল জাপানি নৌবহর কয়েকশ কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে। ফ্লেচারের কাছে গোয়েন্দা তথ্য ছিল যে, ২৩-২৬ আগস্টের মধ্যে একটি বড় ধরনের হামলার সম্ভাবনা রয়েছে। তানাকার নৌবহর সেই সম্ভাবনার সত্যতা প্রমাণ করেছে।

এদিকে জালানি ফুরিয়ে আসছে। যেকোনো সময় যুদ্ধ শুরু হবে। এডমিরাল ফ্লেচার তাই তার বহরের এক-তৃতীয়াংশ জাহাজ দ্রুত রিফুয়েলিং করতে দক্ষিণের অ্যাফেট আইল্যান্ডের নৌঘাঁটিতে পাঠান। এসব জাহাজ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। এর মধ্যে ছিল বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস ওয়াস্প।

মূল যুদ্ধ

মিডওয়ে যুদ্ধের পর থেকেই মার্কিনরা তাদের প্রতিটি ক্যারিয়ারে অতিরিক্ত এক স্কোয়াড্রন যুদ্ধবিমান যোগ করেছিল। ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধে জাপানিরা হামলা শুরুর আগেই ফ্লাইট ডেক খালি করার কাজ শুরু করে মার্কিনরা। কিন্তু এতে একটি সমস্যাও দেখা দেয়। সেই সময় সব ধরনের রেডিও কমিউনিকেশনের জন্য একটিমাত্র চ্যানেল ব্যবহার করা হতো। মার্কিন যুদ্ধবিমানের সংখ্যা বেশি হওয়ায় পুরো চ্যানেল ওভারলোড হয়ে সেটি একেজো হয়ে যায়। ফলে মার্কিন ক্যারিয়ার দুটোর ফাইটার ডাইরেক্টর অফিসাররা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারছিলেন না।

ততক্ষণে জাপানি বিমানবহর এসে উপস্থিত। তুলনামূলক কাছের টার্গেট হওয়ায় জাপানি পাইলটরা বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে হামলার জন্য বেছে নেয়। তিন দফার হামলায় ক্যারিয়ারটির সামনের দিকের ফ্লাইট ডেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সময়ে মার্কিন নৌবহরের যুদ্ধজাহাজ নর্থ ক্যারোলাইনার ওপরও হামলা চালানো হয়। কিন্তু এই জাহাজের পাশেই ছিল হেভি ক্রুজার আটলান্টা। দুটো জাহাজের শক্তিশালী অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট কামানের গোলায় জাপানের সাতটি ভ্যাল ডাইভ বোম্বারের সবগুলোই ভূপাতিত হয়। সব মিলিয়ে প্রথম অভিযানে জাপানি স্টাইক ফোর্সের প্রায় ৭৭ শতাংশ শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়।

এদিকে নাগুমোর কাছে খবর যায় যে, দুটি মার্কিন ক্যারিয়ারই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আসলে এন্টারপ্রাইজের সামনে থাকা হেভি ক্রুজার আটলান্টার অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট কামানগুলো একটানা এত বেশি

ফায়ারিং করেছে যে, আকাশে থাকা যুদ্ধবিমান থেকে দেখে মনে হয়েছে বিশাল জাহাজটি আগুনে পুড়ছে। মার্কিন পাইলটরাও একই ভুল ধারণা করেছিল। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, এন্টারপ্রাইজ ছাড়া আর কোনো জাহাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

দ্বিতীয় অভিযানে জাপানি ডাইভ বোম্বারগুলো পুনরায় আক্রমণ করতে এলেও এন্টারপ্রাইজ জাপানি পাইলটদের অনুমানকৃত অঞ্চল থেকে অনেক দূরে সরে যায়। ফলে টার্গেট খুঁজে না পেয়ে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এদিকে ফ্লেচারের পাঠানো স্টাইক গ্রুপটি নাগুমোর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের দেখা না পেয়ে ফিরে আসে। এন্টারপ্রাইজের অবস্থা খারাপ থাকায় সারাটোগা ও হেভারসন ফিল্ডে বিমানগুলোকে অবতরণ করানো হয়। দুর্ভর্ষ জাপানি সারফেস ফ্লিট যে রাতে আক্রমণের চেষ্টা করবে, তা অনুমান করে এডমিরাল ফ্লেচার তার পুরো নৌবহর নিয়ে আরও দক্ষিণে সরে যান। এবারও তার অনুমান সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।

রাতে হেভারসন ফিল্ডে এডমিরাল মিকাওয়ার পাঁচটি যুদ্ধজাহাজ ‘হিট অ্যান্ড রান’ মিশনে এসে ব্যাপক গোলাবর্ষণ করে ফিরে যায়। পরদিন ভোরে এডমিরাল তানাকার সেই ট্রান্সপোর্ট গ্রুপ ফের সেনা নামাতে গুয়াডালক্যানাল উপকূলে ফিরে আসে। কিন্তু রাতের সেই গোলাবর্ষণে হেভারসন বিমানঘাঁটির তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তানাকার ট্রান্সপোর্ট গ্রুপকে ঠেকাতে আকাশে ওড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ১৮টি বি-১৭ বোম্বার্ক বিমান। তাদের এক দফা হামলাতেই একটি সেনাবহনকারী জাহাজ ডুবে যায়। জীবিতদের উদ্ধার অভিযান চলাকালে একটি ডেস্ট্রয়ারে পাঁচটি বোমা পড়ে। সাথে সাথেই জাহাজটি ডুবে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরও দুটি জাহাজ। এডমিরাল তানাকা আহত হন। জাপানিরা সেনা অবতরণ না করেই পিছু হটতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধের মধ্যে একদিকে এডমিরাল নাগুমোর জালানি ও বিমানশক্তি কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি অভিজ্ঞ পাইলটের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় তিনি পিছু হটতে বাধ্য হন। এদিকে জালানি ভরতে যাওয়া ক্যারিয়ার ইউএসএস ওয়াস্প ফিরতে দেরি হবে বিধায় এডমিরাল ফ্লেচারও কিছুটা পিছু হটেন।

ক্ষয়ক্ষতি ও ফলাফল

যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লিট ক্যারিয়ার ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেটি মেরামত করার জন্য পার্ল হারবারে পাঠানো হয়। মোট ২০টি মার্কিন যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয় ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধে। সব মিলিয়ে প্রাণ হারান ৯০ জন। অন্যদিকে জাপানিদের একটি লাইট ক্যারিয়ার ডুবে যায় এবং অর্ধশতাধিক যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়। একটি ক্রুজার ও সিপ্লেন টেন্ডার মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাথে একটি ডেস্ট্রয়ার ও একটি ট্রান্সপোর্ট জাহাজ ডুবে যাওয়ায় মোট ২৯০ জনের প্রাণহানি হয়েছিল।

যেকোনো যুদ্ধের ফলাফল হয় দুটি। প্রথমত, লড়াই শেষে একপক্ষ বিজয়ী হয়। আর দ্বিতীয়ত, সেই যুদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে যায়। ইস্টার্ন সলোমন যুদ্ধের ট্যাকটিক্যাল ও স্ট্র্যাটেজিক ফলাফল দুটোই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গিয়েছিল।



NOUPARIKROMA
a quarterly publication by
Bangladesh Navy